Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয় :কারণ ও করণীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনজুয়ারা আনজুম

রোলঃ 23100120322

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয় :কারণ ও করণীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আনজুয়ারা আনজুম

রোলঃ 23100120322

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয় :কারণ ও করণীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আনজুয়ারা আনজুম, আইডিঃ 23100120322 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয় :কারণ ও করণীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

আনজুয়ারা আনজুম

আইডিঃ 23100120322

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction).....5
অধ্যায় ২: ইসলামে পরিবার ও নারী শিক্ষার ধারণা.....18
অধ্যায় ৩: ইসলামী নারী শিক্ষার অভাব ও পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ.....47
অধ্যায় ৪: কুরআন ও হাদিসের আলোকে অবক্ষয় বিশ্লেষণ.....49
অধ্যায় ৫: পারিবারিক অবক্ষয়ের প্রভাব.....61
অধ্যায় ৬: প্রতিকার ও সমাধান (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে).....65
অধ্যায় ৭: গবেষণার সারসংক্ষেপ.....84
তথ্যসূত্র:.....87

অধ্যায় ১: ভূমিকা (Introduction)

গবেষণার প্রেক্ষাপট: বর্তমান বিশ্ব ও মুসলিম সমাজে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন।
১।পরিবার ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি:
ইসলামে পরিবারকে সমাজের মৌলিক ও প্রধান একক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পরিবার হলো শিশুদের মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক বিকাশের মূল কেন্দ্র। কোরআন ও হাদিসে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্ককে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ বলেন:
"তিনি তোমাদের জন্য মাঝে থেকে তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা শান্তিতে থাক। এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]
পরিবারের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক মানসিকতা তগঠিত হয়। তাই পরিবার ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা মুসলিম সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধির একটি মূল চাবিকাঠি।

২ ।বর্তমান বিশ্বে পারিবারিক কাঠামোর চ্যালেঞ্জ:
গ্লোবালাইজেশনের কারণে পরিবারকে নানা প্রকার চাপ ও প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মুসলিম সমাজে এই প্রভাবগুলো প্রায়শই পশ্চিমা চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো:
পরিবারের সংহতি হ্রাস: আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, বিচ্ছিন্নতা এবং প্রযুক্তির প্রভাব পরিবারের বন্ধন দুর্বল করছে।
বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি: পাশ্চাত্য সমাজের মতো আজকের সমাজেও ডিভোর্স এবং বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা একটি স্থিতিশীল পরিবার ব্যবস্থা গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।
নারী ও পুরুষের ভূমিকার পরিবর্তন: শিক্ষিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষেত্রে দায়িত্ব ভাগাভাগি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং কখনও সামাজিক অসঙ্গতি সৃষ্টি হচ্ছে।
আর্থিক চাপ ও কর্মসংস্থান সমস্যার প্রভাবে: পরিবারে আর্থ-সামাজিক সমস্যার কারণে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩।মুসলিম পরিবারে নারীর ভূমিকা ও গুরুত্ব:

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় একটি পরিবার হলো মানুষ গড়ার প্রধান পাঠশালা, আর সেই পাঠশালার মূল পরিচালক হলেন নারী। ইসলাম নারীকে পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিচে মুসলিম পরিবারে নারীর বহুমুখী ভূমিকা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

৩.১. মা হিসেবে ভূমিকা: জান্নাতের চাবিকাঠি

পরিবারে নারীর সবচেয়ে সম্মানিত রূপ হলো 'মা'। ইসলামে মায়ের অবাধ্য হওয়াকে কবিরা গুনাহ ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, **"মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।"** সন্তানের প্রথম শিক্ষক হিসেবে মা-ই শিশুর আদর্শ চরিত্র ও নৈতিকতা গঠন করেন। একটি সুশিক্ষিত ও মুত্তাকী প্রজন্ম গঠনে মায়ের ভূমিকাই প্রধান।

৩.২. স্ত্রী হিসেবে ভূমিকা: ঘরোয়া প্রশান্তির উৎস

কোরআনে স্ত্রীকে স্বামীর জন্য **"শান্তি ও প্রশান্তি"** হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন আদর্শ স্ত্রী পরিবারে শৃঙ্খলা বজায় রাখেন এবং সংকটের সময় স্বামীকে মানসিক সাহস জোগান। ইসলামি বিধান মতে, স্ত্রী কেবল ঘরের সেবিকা নন, বরং তিনি তার স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী এবং ঘরের আমানতদার।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "পৃথিবীর সমস্ত সম্পদই মূল্যবান, তবে সর্বোত্তম সম্পদ হলো একজন নেককার স্ত্রী।" (সহিহ মুসলিম)

৩.৩. কন্যাসন্তান হিসেবে ভূমিকা: জান্নাতের সুসংবাদ

ইসলামপূর্ব যুগে কন্যাসন্তানকে বোঝা মনে করা হতো, কিন্তু ইসলাম এই ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। যে বাবা-মা কন্যাসন্তানকে সঠিকভাবে লালন-পালন ও শিক্ষিত করে তুলবেন, তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। কন্যাসন্তান পরিবারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত হিসেবে গণ্য হয়।

৩.৪. পরিবারের আর্থিক ও অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

যদিও পরিবারের অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পিত, কিন্তু সেই সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং ঘরের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব নারীর। তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করেন।

৩.৫. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান

একটি মুসলিম পরিবারের ধর্মীয় আবহাওয়া বজায় রাখতে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই হালাল-হারাম, নামাজ এবং ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তিনি একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

পরিবারে নারী সহজাতভাবে মাতৃত্ব ও শিশু-সন্তান লালন-পালনে সক্ষম। ইসলামী শিক্ষায় নারীকে পারিবারিক ও সামাজিক কাজে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ:

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকতার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা ও পরিচর্যায় নারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।সমাজে নারী ও পুরুষকে তাদের স্বভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভূমিকা প্রদান করে পরিবারের ভারসাম্য নিশ্চিত করা।নারীর মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য উপযুক্ত সময় ও সামাজিক সহায়তা থাকা প্রয়োজন।

৪. মুসলিম সমাজে পরিবারকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার কৌশল:

মুসলিম সমাজে একটি পরিবারকে শক্তিশালী ও নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সবচেয়ে কার্যকর। ইসলামি জীবনদর্শন অনুযায়ী, একজন নারী তার মেধা, ধৈর্য এবং দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে একটি পরিবারকে আদর্শিক দুর্গে পরিণত করতে পারেন।

পরিবার রক্ষা ও শক্তিশালীকরণে নারীর আলোকে বিশেষ কৌশলগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

৪.১. দ্বীনি শিক্ষার বিস্তার (প্রথম পাঠশালা)

পরিবারকে ভেতর থেকে মজবুত করার প্রধান হাতিয়ার হলো জ্ঞান। একজন নারী যখন নিজে কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন, তখন তিনি সন্তানদের শৈশব থেকেই নৈতিকতা ও হালাল-হারামের পার্থক্য শেখাতে পারেন। এটি পরিবারকে পশ্চিমা অপসংস্কৃতি বা আদর্শিক বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করে।

৪.২. ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা

পারিবারিক জীবনে নানা চড়াই-উতরাই আসে। ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নারী প্রতিকূল সময়ে ধৈর্য (**সবর**) ধারণ করেন। তার এই সহনশীলতা স্বামী ও সন্তানদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে, যা বিচ্ছেদ বা পারিবারিক কলহ রোধে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

৪.৩. পরস্পরের অধিকার আদায়ে সচেতনতা

পরিবার শক্তিশালী হয় যখন প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকারের চেয়ে কর্তব্যের প্রতি বেশি সচেতন থাকে। একজন নারী যখন স্বামীর প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেন এবং সন্তানদের তাদের অধিকার বুঝিয়ে দেন, তখন ঘরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

৪.৪. পর্দা ও শালীনতার সুরক্ষা

পর্দা কেবল একটি পোশাক নয়, এটি পরিবারের পবিত্রতা রক্ষার একটি ঢাল। একজন নারী যখন পর্দার বিধান মেনে চলেন, তখন তা পরিবারকে পরকীয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে। তার এই আদর্শিক অবস্থান পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যেও চারিত্রিক দৃঢ়তা তৈরি করে।

৪.৫. মিতব্যয়িতা ও বরকত রক্ষা

সংসারের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। স্বামীর উপার্জিত অর্থের অপচয় না করে মিতব্যয়ী হওয়ার মাধ্যমে তিনি পরিবারকে ঋণের বোঝা ও আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা করেন। ইসলামি নীতি অনুযায়ী অল্পে তুষ্ট থাকা পরিবারে মানসিক শান্তি ও আল্লাহর বরকত নিয়ে আসে।

৪.৬. সন্তানদের জন্য রোল মডেল হওয়া

সন্তানরা যা শোনে তার চেয়ে যা দেখে তা বেশি শেখে। মা যখন নিয়মিত সালাত আদায় করেন, সত্য কথা বলেন এবং অমায়িক ব্যবহার করেন, তখন সন্তানরা প্রাকৃতিকভাবেই সেই গুণাবলি অর্জন করে। একটি শক্তিশালী মুসলিম সমাজ গঠনে এটিই সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল।

শিক্ষা ও সচেতনতা: পরিবারে পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব ও নৈতিকতা সম্পর্কে সদস্যদের সচেতন করা।

আইনি ও সামাজিক ব্যবস্থা: বৈবাহিক সম্পর্ক, সন্তান লালন-পালন এবং পারিবারিক কল্যাণে কার্যকরী নীতি ও ব্যবস্থা প্রণয়ন।

আত্মপরিচালনা ও আত্মনির্ভরতা: পিতামাতার ও সন্তানদের মধ্যে সঠিক দায়িত্ব বণ্টন এবং শিশুর মানসিক ও শারীরিক বিকাশ নিশ্চিত করা।

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রাধান্য: ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী পরিবার পরিচালনা, যাতে পারিবারিক ঐক্য ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে।

মূল বার্তা হচ্ছে পরিবার হচ্ছে সমাজ ও জাতির শক্তি ও বিকাশের প্রধান কেন্দ্র। মুসলিম সমাজে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের দায়িত্ব, অধিকার ও নৈতিক শিক্ষার সঙ্গতি নিশ্চিত করতে হবে। নারীর ভূমিকা মাতৃত্ব, শিশু শিক্ষা ও পরিবার পরিচালনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পরিবারকে রক্ষা ও শক্তিশালী করা সমাজের স্থিতি, নৈতিকতা ও উন্নতি নিশ্চিত করার মূল উপায়।

বর্তমান বিশ্ব ও মুসলিম সমাজে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন

পারিবারিক কাঠামো সমাজের অন্যতম মৌলিক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে পরিবারব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটেছে। মুসলিম সমাজও এই পরিবর্তনের বাইরে নয়। তবে মুসলিম পরিবারগুলোতে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান বিশ্বে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন

১. যৌথ পরিবার থেকে একক পরিবারে রূপান্তর

নগরায়ণ ও কর্মসংস্থানের কারণে অনেক পরিবার যৌথ ব্যবস্থা থেকে একক পরিবারে পরিণত হচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানকেন্দ্রিক পরিবার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

পরিবারের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়েছে।

৩. বিবাহ ও সন্তান গ্রহণে পরিবর্তন

অনেক দেশে দেরিতে বিয়ে করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

সন্তানসংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সন্তান না নেওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. প্রযুক্তির প্রভাব

যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিবারকে সংযুক্ত রাখলেও সরাসরি পারিবারিক যোগাযোগ অনেক ক্ষেত্রে কমিয়ে দিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পারিবারিক সম্পর্কের ধরনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

৫. বিবাহবিচ্ছেদ ও বিকল্প পারিবারিক কাঠামো

অনেক দেশে বিবাহবিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

একক অভিভাবক পরিবার, সহবাসভিত্তিক পরিবার ইত্যাদি কাঠামোও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মুসলিম সমাজে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন

১. যৌথ পরিবারের সংকোচন

মুসলিম সমাজে ঐতিহ্যগতভাবে যৌথ পরিবারের প্রচলন থাকলেও শহরাঞ্চলে একক পরিবার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন

মুসলিম নারীদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মজীবী নারীর সংখ্যা বেড়েছে।

পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. অভিবাসন ও বৈশ্বিকীকরণ

বিদেশে কর্মসংস্থান ও উচ্চশিক্ষার কারণে পরিবারগুলো ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব পারিবারিক মূল্যবোধে পরিবর্তন আনছে।

৪. ধর্মীয় মূল্যবোধের চ্যালেঞ্জ ও ধারাবাহিকতা

আধুনিকতার প্রভাবে কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হলেও ইসলামি শিক্ষা পরিবারকে সংহত রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়।

পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এখনও মুসলিম পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৫. বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কের নতুন বাস্তবতা

উচ্চশিক্ষা ও অর্থনৈতিক কারণে বিয়ের বয়স অনেক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দাম্পত্য সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সমতার গুরুত্ব আগের তুলনায় বেশি আলোচিত হচ্ছে।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব

ইতিবাচক দিক

- ব্যক্তিস্বাধীনতা বৃদ্ধি।
- নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কের বিকাশ।
- শিক্ষিত ও সচেতন পরিবার গঠনের সুযোগ।

নেতিবাচক দিক

- পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হওয়ার ঝুঁকি।
- বয়স্ক সদস্যদের একাকীত্ব বৃদ্ধি।
- সন্তানদের সামাজিকীকরণে নতুন চ্যালেঞ্জ।

· পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছেদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি।

বর্তমান বিশ্বে পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়া। মুসলিম সমাজেও নগরায়ণ, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বৈশ্বিকীকরণের প্রভাবে পরিবারব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। তবে ইসলামি মূল্যবোধ, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রেখে আধুনিকতার ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করলে একটি সুস্থ, স্থিতিশীল ও মানবিক পরিবার গঠন সম্ভব।

আধুনিক সভ্যতায় পারিবারিক ভাঙন ও অস্থিরতার কারণ হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব:

১. জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওয়া

- আধুনিক সভ্যতায় মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব ভুলে কেবল বস্তুগত উন্নতির পেছনে ছুটছে ।
- ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে মানুষ মনে করে তাকে কোনো জবাবদিহিতা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হবে, যা তাকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে এবং পারিবারিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ।

২. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের অজ্ঞতা

- দ্বীনি ইলমের অভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হকের চেয়ে নিজের অধিকার নিয়ে বেশি সোচ্চার থাকে ।
- শরিয়তসম্মত ইলম না থাকায় পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক রাখা বা ঘরের আমানত রক্ষা না করার মতো বিষয়গুলো পরিবারের ভিত্তি দুর্বল করে দিচ্ছে ।

৩. ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টির অভাব

- আধুনিক ভোগবাদী সমাজ মানুষকে অতৃপ্ত করে তুলেছে। কিন্তু ইসলাম শিখিয়েছে অল্পে তুষ্টি (কানাআত) এবং ধৈর্য (সবর) ।
- ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে পরিবারে মিতব্যয়িতার পরিবর্তে অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অর্থনৈতিক চাপ ও মানসিক অস্থিরতা তৈরি করে ।

৪. অন্তরের ব্যাধি ও নৈতিক অবক্ষয়

- পারিবারিক কলহের অন্যতম কারণ হলো গিবত (পরনিন্দা), হিংসা, অহংকার এবং রাগ ।

- 'নারীর ফরজ ইলম' বইটিতে বলা হয়েছে যে, এই অন্তরের রোগগুলো সম্পর্কে ইলম না থাকলে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখা অসম্ভব ।
- নারীর ফরজ ইলম' বইটিতে একজন মুসলিম নারীর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ফরজে আইন বা আবশ্যকীয় দ্বীনি জ্ঞান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আবশ্যকীয় বিষয়ের অংশ হিসেবেই বইটিতে 'আমল ও অন্তরের রোগ' সংক্রান্ত অধ্যায়টি যুক্ত করা হয়েছে, কারণ ইসলামে বাহ্যিক আমল কবুল হওয়ার জন্য অন্তরের বিশুদ্ধতা পূর্বশর্ত।

বইটিতে অন্তরের রোগ বা আত্মিক ব্যাধিগুলো সম্পর্কে মূলত নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে:

🌱 অন্তরের রোগের পরিচয় ও গুরুত্ব

- বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফরজে আইন ইলম শুধু নামাজ-রোজার নিয়মকানুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন মানুষের অন্তরে কী ধরনের মন্দ স্বভাব বা রোগ লুকিয়ে আছে এবং সেগুলো কীভাবে দূর করতে হবে—সেই জ্ঞান অর্জন করাও ফরজের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, অন্তর যদি হিংসা, অহংকার বা লোকদেখানো ভাব (রিয়া) দ্বারা আক্রান্ত থাকে, তবে বাহ্যিক ইবাদত আল্লাহর দরবারে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

🌱 প্রধান প্রধান অন্তরের রোগ ও তার প্রভাব

বইটিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত কিছু মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি নিয়ে সচেতন করা হয়েছে:

- অহংকার (কিবর): নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় ভাবা এবং অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। পারিবারিক জীবনে এটি স্বামী-স্ত্রী বা শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে।
- হিংসা (হাসাদ): অন্যের নিয়ামত বা সুখ দেখে তা ধ্বংস হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে নারীদের মধ্যে এই রোগটি প্রকট আকার ধারণ করতে পারে, যা পারিবারিক শান্তি নষ্টের মূল কারণ।
- রিয়া বা লোকদেখানো মানসিকতা: আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমল বা লাইফস্টাইল প্রদর্শন করা।
- দুনিয়া-প্রীতি ও লোভ: পরকালের চেয়ে দুনিয়াবি চকমক, অর্থ-সম্পদ ও বিলাসিতাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া, যা পরিবারে অসন্তুষ্টির জন্ম দেয়।

🍸 পারিবারিক শান্তি রক্ষায় এই ইলমের ভূমিকা

- বইটির মূল বার্তা হলো, নারীরা যেহেতু একটি পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু এবং পরবর্তী প্রজন্ম গড়ার কারিগর, তাই তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক সুস্থতা সবচেয়ে বেশি জরুরি। অন্তরের রোগগুলোর ইলম (জ্ঞান) না থাকলে একজন নারী নিজের অজান্তেই হিংসা বা ক্ষোভের বশে পারিবারিক পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলতে পারেন। অপরদিকে, এই রোগগুলো চেনার এবং তা থেকে বেঁচে থাকার উপায় জানা থাকলে পরিবারে ধৈর্য, ক্ষমা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা সহজ হয়।
- বইটিতে অন্তরের রোগগুলোকে চিহ্নিত করে তা থেকে আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়াতুন নাফস) অর্জনের ব্যবহারিক দিকগুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে একজন নারী দ্বীন ও সংসার উভয় ক্ষেত্রেই সফল হতে পারেন।

৫. পর্দা ও লজ্জাশীলতার অনুপস্থিতি

- আধুনিক সভ্যতায় পর্দার বিধানকে অবজ্ঞা করায় পরিবারে পরকীয়া ও অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ ঘটছে ।
- লজ্জা বা হায়া হলো ঈমানের অঙ্গ, যার অভাবে পরিবারের পবিত্রতা নষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত ভাঙন দেখা দেয় ।

৬. আদর্শিক বিচ্যুতি ও অপসংস্কৃতির প্রভাব

- সন্তানদের সঠিক দ্বীনি শিক্ষা না দিয়ে কেবল বস্তুগত শিক্ষায় বড় করায় তারা মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছে।
- ধর্মীয় জ্ঞান বা ইলম ছাড়া আমল করায় মানুষ সঠিক ও ভুলের পার্থক্য করতে পারছে না, ফলে পরিবারগুলো আদর্শহীন হয়ে পড়ছে ।

একটি সুস্থ সমাজ গঠনে আদর্শ পরিবারের ভূমিকা:

একটি সুস্থ সমাজ কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, বরং এটি অনেকগুলো আদর্শ পরিবারের সমষ্টি। পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক একক এবং মানুষ গড়ার প্রথম পাঠশালা।

১. নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপন

- আদর্শ পরিবার শিশুদের মধ্যে সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও পরোপকারের বীজ বপন করে ।
- মা-বাবা যখন সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা ও হালাল-হারামের পার্থক্য শেখান, তখন সেই সন্তানরা সমাজে অপরাধমুক্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় ।
- ধর্মীয় শিক্ষার অভাব হলে সন্তানরা নৈতিকভাবে বিচ্যুত হয়, যা পরবর্তীকালে সামাজিক অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।

২. আদর্শিক নেতৃত্ব ও প্রজন্ম তৈরি

- আদর্শ পরিবারের মূল ভিত্তি হলো 'ইলম' বা সঠিক জ্ঞান। যখন পরিবারের সদস্যরা আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের গুরুত্ব বোঝেন, তখন তারা সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠেন ।
- পরিবারে নারী যখন তার 'ফরজ ইলম' অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করেন, তখন তিনি একটি সুশিক্ষিত ও মুত্তাকী প্রজন্ম উপহার দিতে পারেন ।

৩. সামাজিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি রক্ষা

- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসা ও দয়া কেবল একটি ঘরের বিষয় নয়, এটি সমাজের শান্তি রক্ষার মূল চাবিকাঠি ।
- আদর্শ পরিবারে যখন বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করা হয়, তখন সেই মূল্যবোধ গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।
- পর্দা ও লজ্জাশীলতার চর্চা পরিবারকে পরকীয়া ও অনৈতিকতা থেকে রক্ষা করে, যা পরোক্ষভাবে সমাজকে চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে বাঁচায় ।

৪. অধিকার আদায়ে সচেতনতা ও ভারসাম্য

- আদর্শ পরিবারে প্রত্যেকে নিজের অধিকারের চেয়ে অন্যের হক বা পাওনা আদায়ে বেশি সচেষ্ট থাকে ।
- প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার যে শিক্ষা পরিবার থেকে পাওয়া যায়, তা একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ।

৫. অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও মিতব্যয়িতা

- ইসলামি আদর্শে পরিচালিত পরিবারগুলো অপচয় বর্জন করে এবং মিতব্যয়িতা ও অল্পে তুষ্টির শিক্ষা দেয় ।

- এই মিতব্যয়িতা পরিবারকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত রাখে এবং সমাজের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য: ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব এবং অবক্ষয় রোধে এর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ।

বর্তমান সময়ের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও কার্যকারিতা নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ইসলামী শিক্ষার মৌলিক গুরুত্ব

ইসলামী শিক্ষা বা দ্বীনি ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ, কারণ ইলম ছাড়া কেউ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করতে পারে না । এর প্রধান গুরুত্বগুলো হলো:

- **সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুধাবন:** আল্লাহ মানুষ ও জিনকে কেবল তাঁর ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, যা অনুধাবনের জন্য সঠিক জ্ঞান বা ইলম অপরিহার্য ।
- **আমলের শুদ্ধতা নিশ্চিতকরণ:** ইলম ছাড়া আমল করলে তা সংশোধনের চেয়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে । ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান থাকা পূর্বশর্ত ।
- **আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কল্যাণ:** আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ বা ফিকহ দান করেন । এটি জান্নাতের পথকে সহজ করে দেয় ।

২. অবক্ষয় রোধে ইসলামী শিক্ষার কার্যকারিতা

আধুনিক সভ্যতায় পারিবারিক ভাঙন, অস্থিরতা এবং নৈতিক পতন রোধে ইসলামী শিক্ষা একটি শক্তিশালী ঢাল হিসেবে কাজ করে:

ক) পারিবারিক অস্থিরতা দূরীকরণ

- **অধিকার ও কর্তব্যের ভারসাম্য:** পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি হক বা পাওনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে কলহ হ্রাস পায় ।
- **ধৈর্য ও সহনশীলতা:** দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে বিপদে ধৈর্য (সবর) এবং অল্পে তুষ্টির শিক্ষা দেয়, যা পরিবারকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে ।

খ) নৈতিক ও চারিত্রিক সুরক্ষা

- **অন্তরের রোগের চিকিৎসা:** গিবত (পরনিন্দা), হিংসা, অহংকার ও দুনিয়াপ্রীতির মতো ব্যাধিগুলো সমাজ ও পরিবারকে ধ্বংস করে । ইসলামী শিক্ষা এই মানসিক রোগগুলো থেকে মুক্তি দিয়ে অন্তরকে স্বচ্ছ রাখে ।
- **পর্দা ও লজ্জাশীলতা:** পর্দা কেবল একটি পোশাক নয়, এটি পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার ঢাল । এটি সমাজকে পরকীয়া ও চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে নিরাপদ রাখে ৷

গ) আদর্শ প্রজন্ম গঠন

- **মায়ের ভূমিকা:** সন্তানদের প্রথম পাঠশালা হলো মায়ের কোল। মা যখন 'ফরজ ইলম' অনুযায়ী জীবন গড়েন, তখন সন্তানরা নৈতিকতা ও হালাল-হারামের পার্থক্য শিখে বড় হয়

সন্তানের নৈতিক চরিত্র গঠনে মায়ের এই ইলমের প্রভাব নিচে কয়েকটি পয়েন্টে তুলে ধরা হলো:

১. বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে শিক্ষা

সন্তানরা শুধু মুখের কথায় যা শেখে, তার চেয়ে অনেক বেশি শেখে মা-বাবাকে যা করতে দেখে। একজন মা যখন অন্তরের রোগ (যেমন: হিংসা, অহংকার বা মিথ্যা) থেকে মুক্ত থেকে ধৈর্য ও সততার সাথে সংসার পরিচালনা করেন, সন্তানরা সেই নৈতিকতা চোখের সামনে দেখে অবচেতনভাবেই নিজের ভেতর তা ধারণ করে।

২. হালাল-হারামের বোধ তৈরি

ইসলামে কেবল খাদ্য বা উপার্জনের ক্ষেত্রেই হালাল-হারাম নয়, বরং আচরণ, কথাবার্তা এবং দৃষ্টির ক্ষেত্রেও হালাল-হারামের সুনির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। মা নিজে যদি এই ফরজ ইলম বা আবশ্যিক জ্ঞানের অধিকারী হন, তবে তিনি সন্তানের ছোটখাটো ভুলগুলোকে দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে সংশোধন করতে পারেন এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) তৈরি করতে পারেন।

৩. আধুনিক যুগের ফেতনা থেকে সুরক্ষা

বর্তমান প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের যুগে শিশুরা খুব সহজেই নানা রকম অনৈতিক ও অপসংস্কৃতির মুখোমুখি হচ্ছে। এই অবস্থায় একজন সচেতন মা, যিনি নিজে আত্মশুদ্ধির ইলম রাখেন, তিনি সন্তানকে কেবল শাসন দিয়ে নয়, বরং ভালোবাসা ও সঠিক যুক্তি দিয়ে নৈতিকতার পথে ধরে রাখতে পারেন।

একটি সুন্দর, নৈতিকতাসম্পন্ন ও শান্তিময় সমাজ গঠনে 'নারীর ফরজ ইলম' অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। কারণ একজন আদর্শ মা-ই পারেন একটি সন্তানকে হালাল-হারাম চিনে চলার মতো একজন প্রকৃত সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।

- **সুস্থ সমাজ:** আদর্শ পরিবারই একটি সুস্থ সমাজের ভিত্তি। পরিবারের সদস্যরা যখন জিকির ও ইবাদতে অভ্যস্ত হয়, তখন সমাজ থেকে অপরাধ ও নৈতিক পতন দূর হয় ।
-

অধ্যায় ২: ইসলামে পরিবার ও নারী শিক্ষার ধারণা

ইসলামে পরিবার ও নারী শিক্ষার ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ। ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞানার্জনকে অপরিহার্য মনে করে।

ইসলামে পরিবারকে একটি পবিত্র দুর্গ এবং শিক্ষাকে সেই দুর্গের আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখা হয়।

নিচে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

১. ইসলামে পরিবারের ধারণা: প্রশান্তি ও ইবাদতের কেন্দ্র

ইসলামে পরিবার হলো ভালোবাসা, দায়িত্ব, সহমর্মিতা ও নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ।

পরিবারের গুরুত্ব

- পরিবার সমাজের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
- সন্তানদের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা পরিবার থেকেই শুরু হয়।
- পারিবারিক বন্ধন সমাজে স্থিতি ও শান্তি আনে।

ইসলামি পারিবারিক মূল্যবোধ

- পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা
- পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য
- স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব পালন
- সন্তানদের সুশিক্ষা ও নৈতিক লালন-পালন

পবিত্র কুরআনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে "পোশাকস্বরূপ" বলা হয়েছে, যা একে অপরের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সহযোগিতার প্রতীক।ইসলামী দৃষ্টিকোণে পরিবার কেবল একটি সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় একটি নেয়ামত ।

ইসলামে পরিবারের সংজ্ঞা: একটি ইবাদত ও সামাজিক ভিত্তি হিসেবে পরিবার।

ইসলামে পরিবার কেবল কতগুলো মানুষের সমষ্টি বা সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি একটি পবিত্র ইবাদতখানা এবং প্রশান্তির নীড়।

১. পরিবারের মৌলিক সংজ্ঞা ও ভিত্তি

ইসলামে পরিবার হলো এমন একটি স্বর্গীয় প্রতিষ্ঠান যা একজন নারী ও একজন পুরুষের বৈধ বিবাহের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে । এর মূল ভিত্তিগুলো হলো:

- প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল: পরিবার হলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একটি নিরাপদ ও প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল ।
- প্রশান্তির উৎস: কুরআনের পরিভাষায় পরিবারের মূল উদ্দেশ্য হলো 'সাকান' বা প্রশান্তি । এটি এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ একে অপরের সান্নিধ্যে অস্থিরতা ভুলে শান্তি খুঁজে পায় ।
- সম্পর্কের মূল ভিত্তি: আদর্শ পরিবারের ভিত্তি কেবল জৈবিক চাহিদা নয়, বরং এর মূল চালিকাশক্তি হলো গভীর ভালোবাসা (মাওয়াদ্দাহ) এবং পারস্পরিক দয়া (রাহমাহ) ।

২. পরিবারের আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক দিক

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় একটি পরিবারের সংজ্ঞা কেবল ঘরোয়া কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়:

- ইবাদতের কেন্দ্র: পরিবার হলো আল্লাহর উবুদিয়্যাত বা দাসত্ব বাস্তবায়নের প্রাথমিক ক্ষেত্র । স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে দ্বীন পালনে এবং ইবাদতে সহায়তা করার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী আধ্যাত্মিক বন্ধন তৈরি করে ।
- নৈতিক পাঠশালা: পরিবারকে বিবেচনা করা হয় নতুন প্রজন্মের চরিত্র গঠনের প্রথম ও প্রধান পাঠশালা হিসেবে । যেখানে মা প্রথম শিক্ষক হিসেবে সন্তানদের নৈতিকতা ও আল্লাহর পরিচয় শেখান ।

৩. পরিবারের গঠনগত বৈশিষ্ট্য

মাসিক আল কাওসারের বিভিন্ন বিশ্লেষণ অনুযায়ী একটি মুসলিম পরিবারের সংজ্ঞায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ রয়েছে:

- ভারসাম্যপূর্ণ নেতৃত্ব: পরিবারে পুরুষের অভিভাবকত্ব এবং নারীর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল কাঠামো গড়ে ওঠে ।
- অধিকার ও কর্তব্যের সমন্বয়: এখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে । যেমন—স্বামীর ওপর স্ত্রীর ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব এবং স্ত্রীর ওপর ঘরের আমানত রক্ষা ও সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব ।

- পবিত্রতা রক্ষা: পর্দা ও লজ্জাশীলতার মাধ্যমে পরিবারের পবিত্রতা রক্ষা করা হয়, যা ঘরকে বাইরের অনৈতিকতা থেকে নিরাপদ রাখে

কুরআনের আলোকে পরিবার

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে

(সূরা আর-রূম: ২১)

এই আয়াতে পরিবারকে শান্তি, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহমর্মিতার কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

আরও বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

সূরা আত-তাহরীম: ৬

এ আয়াত পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

হাদিসের আলোকে পরিবারের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى

'তোমাদের মধ্যে সেই-ই উত্তম, যে তার পরিবারের নিকটে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকটে তোমাদের চেয়ে উত্তম' (জামে তিরমিযী হা/৩৮৯৫)

এই হাদিস পারিবারিক সদাচরণ ও দায়িত্বশীলতার গুরুত্ব প্রকাশ করে।

আরেক হাদিসে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:
«كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। ([সহীহ বুখারী - 2554]

এখানে পরিবার পরিচালনায় নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। মুসলিম সমাজে দায়িত্ব সর্বজনীন, এবং প্রত্যেকেই তার অবস্থান, সামর্থ্য ও দায়িত্ব অনুযায়ী দায়িত্বশীল। নারীর দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের প্রতি তার কর্তব্য পালনের মাধ্যমে পালন করতে হবে

- প্রশান্তির নীড়: পরিবার হলো নারী-পুরুষের জন্য একটি প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল এবং প্রশান্তি অর্জনের মাধ্যম । কুরআন মজিদে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভালোবাসা ও দয়া (মাওয়াদ্দাহ ও রাহমাহ) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে ।
- বন্ধন ও পূর্ণতা: একজন মানুষ বিয়ের মাধ্যমে তার জীবনের অর্ধেক পূর্ণতা লাভ করে এবং আদর্শ পরিবার গঠনের সুযোগ পায় ।
- ভিত্তি: পরিবারের মূল ভিত্তি হলো পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব । এটি কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণের জায়গা নয়, বরং চিন্তা ও অনুভূতির সঠিক বিকাশস্থল ।

- **ইসলামে নারী শিক্ষার ধারণা**

ইসলাম নারীকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে। নারী শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়; বরং পরিবার, সন্তান ও সমাজ গঠনের জন্যও অপরিহার্য।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব

- শিক্ষিত নারী পরিবার ও সমাজকে আলোকিত করে।
- একজন মা শিক্ষিত হলে সন্তানও সুশিক্ষিত হয়।
- নারী শিক্ষা সামাজিক উন্নয়ন ও নৈতিকতার বিকাশে সহায়ক।

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

হাদিসে এসেছে যে, জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের উপর ফরজ। এখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হয়নি।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বিখ্যাত হাদিস:

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর-নারী) জন্য ফরজ।" — (সুনানে ইবনে মাজাহ)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী শিক্ষার ধারণাটি দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত:

ফরজে আইন (আবশ্যিক জ্ঞান): মৌলিক আকাইদ, ইবাদতের নিয়ম (নামাজ, রোজা, পবিত্রতা), হালাল-হারামের বিধান এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রয়োজনীয় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নারীর জন্য আবশ্যক।

ফরজে কিফায়াহ (সামাজিক প্রয়োজনীয় জ্ঞান): নারীদের চিকিৎসা বিজ্ঞান (বিশেষ করে গাইনোকোলজি), শিক্ষকতা, অর্থনীতি বা সমাজবিজ্ঞানের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করা। সমাজে যাতে নারীরা পুরুষদের মুখোমুখি না হয়ে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য ও পর্দার সাথে সেবা পেতে পারেন, সেজন্য নারীদের এই ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হয়নি।

পারিবারিক গঠনে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলাম মনে করে, একজন শিক্ষিত নারীই একটি আদর্শ ইসলামিক পরিবার গড়ে তুলতে পারেন। এ প্রসঙ্গে নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তি—"আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি একটি শিক্ষিত জাতি দেব"—এর মূল ভিত্তি আসলে ইসলামের পারিবারিক দর্শনেই নিহিত।

প্রথম মাদ্রাসা হলো মায়ের কোল: শিশুর জীবনের প্রথম শিক্ষক হলেন তার মা। মায়ের চিন্তাধারা, নৈতিকতা ও জ্ঞান শিশুর মনস্তত্ত্ব গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। মা যদি দ্বীনি ও জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন, তবে সন্তানও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা: শিক্ষিত নারী পারিবারিক অধিকার, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন। তিনি স্বামীর অধিকার, সন্তানের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ এবং পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ: পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। একটি শিক্ষিত ও নৈতিকতাসম্পন্ন পরিবার যখন গঠিত হয়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই একটি সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। আর এর মূল চাবিকাঠি থাকে নারীর হাতে।

· **ইসলামে কন্যাসন্তানের শিক্ষা ও প্রতিপালনের সওয়াব**

জাহেলি যুগে যেখানে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো বা বোঝা মনে করা হতো, ইসলাম সেখানে কন্যাসন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষাদানকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম ঘোষণা করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যার তিনটি (বা দুটি) কন্যাসন্তান থাকবে, এবং সে তাদের উত্তম রূপে প্রতিপালন করবে, দ্বীনি শিক্ষা দেবে এবং সৎপাত্রে পাত্রস্থ করবে—সে আমার সাথে জান্নাতে এভাবে থাকবে (তিনি নিজের দুই আঙুল একসাথে মিলিয়ে দেখালেন)।" — (সুনানে আবু দাউদ)

সোনালী যুগের বাস্তব উদাহরণ: নারী সাহাবী ও তাবিয়ীগণ

ইসলামে নারী শিক্ষার ধারণাটি যে কতটা বাস্তব ও ফলপ্রসূ ছিল, তা ইসলামের সোনালী যুগের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়:

হযরত আয়েশা (রা.): তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী, ফকীহ (আইনজ্ঞ) এবং মুহাদ্দিস। তিনি ২,২১০টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। বড় বড় পুরুষ সাহাবীরা জটিল কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক সমস্যায় পড়লে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছ থেকে ফতোয়া বা সমাধান নিতেন।

হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা.): রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগের এই নারী সাহাবী পড়তে ও লিখতে জানতেন। তিনি অন্য নারীদেরও লেখালেখি ও চিকিৎসা বিদ্যা শেখাতেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) তাঁর মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে তাঁকে মদিনার বাজারের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

সায়্যিদা নাফিসা (রহি.): ইমাম শাফেয়ী (রহি.)-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম তাঁর দরবারে বসে হাদিস শুনতেন এবং জ্ঞান অর্জন করতেন।

ইসলামে 'পরিবার' এবং 'নারী শিক্ষা' একে অপরের পরিপূরক। নারীদের শিক্ষা থেকে দূরে রাখার অর্থ হলো পুরো পরিবার তথা আগামী প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে

দেওয়া। তবে ইসলাম শিক্ষার পাশাপাশি নারীর নিরাপত্তা, শালীনতা এবং পর্দার বিধানকে বজায় রাখার নির্দেশ দেয়, যাতে তারা সমাজে কোনো প্রকার হেনস্তা বা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার না হয়ে সসম্মানে নিজেদের মেধার বিকাশ ঘটাতে পারেন।

কুরআনের ও হাদিসের আলোকে নারী শিক্ষা

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে

কোনো আলোচনা করা হয় নি। ইসলামের প্রথম বাণীই ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত। মহান আল্লাহ যখন জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি প্রথম বার্তা পাঠান, তখন কোনো পুরুষ বা নারীকে আলাদা করে বলেননি, বরং মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন:

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আলাক: ১)

এই নির্দেশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া কুরআনে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন:

জ্ঞানীর মর্যাদা: "বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা যুমার: ৯)। এখানে 'যারা জানে' বলতে শিক্ষিত নারী ও পুরুষ উভয়কেই বোঝানো হয়েছে।

জ্ঞানের জন্য দুআ: আল্লাহ তায়ালা নবীজি (সা.)-কে দোআ শিখিয়েছেন— "বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।" (সূরা ত্বাহা: ১১৪)। এই দোআ একজন মুসলিম নারীও তার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত পাঠ করেন।

শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে, তাতে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "তুমি পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে।" আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে "তোমরা বিদ্যা অন্বেষণ কর।" এখানে এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুরআন ও হাদীসে সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়
"তোমরা নামায পড়, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"(সূরা আল বাকারাহ: ৪৩)

এখানে ব্যবহৃত দু'টি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। কিন্তু এর দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া নর ও নারী উভয়ের জন্য ফরয।

নারী শিক্ষা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশনা

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। যেসব গুণের জন্য ইসলাম পৃথিবীর মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হিসেবে পরিচিত, সমতা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ইসলাম নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা অত্যন্ত জোরের সাথে ব্যক্ত করেছে।[1] মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا ١٢٤ ﴾ [النساء[١٢٤ :

''পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।' সূরা আন্-নিসা: ১২৪
'পরকালে জান্নাতের চির শান্তি লাভের উপায় হিসেবে দুনিয়াতে আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে দ্বীন। সুতরাং ইলমে দ্বীন জানা প্রত্যেক নর নারীর উপর একান্ত জরুরী।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٩ ﴾ [الزمر[٩ :

''বল! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' সূরা আয্-যুমার : ৯।'

জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিকাশের পৃষ্ঠপোষকতা মুসলিমদের জন্য অবশ্য করণীয় বা ফরয। নারী পুরুষ ভেদে ইসলামের শিক্ষা (জ্ঞান অর্জন) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর নারী) জন্য ফরয।" ইবনু মাজাহ্, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ২২৪।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ সকল বিশ্বাসীকে লক্ষ্য করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তিনি শুধু জ্ঞানার্জনের তাকীদই দেননি, জ্ঞানার্জনের মর্যাদার বিষয়টিও আল্-কুরআনে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন,

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ ﴾ [المجادلة[١١ :

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।" সূরা মুজাদালাহ: ১১।

জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন।"

এ উক্তিটি ভেবে দেখার মত। কেননা জ্ঞানীদের কঠোর পরিশ্রম, সাধনা, ত্যাগ ও ধৈর্যের ফলে দ্বীনী জ্ঞান বিজ্ঞান সংরক্ষিত হয়ে অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট পৌঁছায়।

নর নারী উভয়েরই বিদ্যা শিক্ষার অধিকার অবশ্যই আছে। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন যা মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখেই জাগতিক উন্নতি ও কল্যাণ অর্জনের জন্য সে বিদ্যা ও জ্ঞান আদি নর নারীকে দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর ভিত্তি করে চিন্তা, গবেষণা ও অনুশীলনের দ্বারা উত্তম জ্ঞান বুদ্ধিকে উত্তম কাজে লাগানোর স্বত্বাধিকার উভয়েরই আছে। বিদ্যা ও জ্ঞান অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, এমনকি এটা ছাড়া মানুষ স্বীয় দ্বীনও সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। তাই উত্তম দ্বীনী বিদ্যা ও জ্ঞানের বিষয় যদি সুদূর কোনো দেশেও থাকে, তবে সেখানে গিয়ে হলেও তা অর্জন

করার তাকীদ রয়েছে।আর দ্বীনের ইলম যারা হাসিল করেনি তাদের আমলও সঠিক হয় না।

মহিলাদের প্রাথমিক শিক্ষাগার ও প্রশিক্ষণ স্থান হলো গৃহ। তাই পিতামাতা যাতে কন্যাদেরকে এবং স্বামী যাতে স্ত্রীকে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে শেখায় এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ইসলাম সেদিকে তাদের দৃষ্টি দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ﴾ [التحريم[٦ :

''হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।' সূরা আত্-তাহরীম : ৬।'

এ আয়াতের অর্থ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এভাবে করেছেনঃ

علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم

''তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও এবং এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।''

শিক্ষা সম্পর্কে হাদীসের নির্দেশনা

শিক্ষা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনার পাশাপাশি হাদীসেরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও মহান আল্লাহ তাঁকে মানবজাতিকে কিতাব, হিকমত, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর নবুয়তী জীবনে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে যেসব বাণী বিধৃত হয়েছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

طلب العلم فريضة على كل مسلية

"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলানের উপর ফরয বা অপরিহার্য।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে,

মহান আল্লাহ তাদ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"*

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ ওহীযোগে আমাকে জানিয়েছেন।

"যে ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষার জন্য কোনো পথ ধরে, আমি তার জন্য বেহেশতের পথ সুগম করে দেই।"

কাসীর ইবনে কায়েস বলেন, আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ

من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة

"যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোনো পথ গ্রহণ করে, মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতের একটি পথে পরিচালিত করেন। "

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ

"মহান আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তিনি তাকে দীনি গভীর 'ইলম দান করেন।

আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অমেবষণ করার উদ্দেশ্যে ঘর যে হয়, সে আল্লাহর পথেই চলতে থাকে, যতক্ষণ না ফিরে আসে

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبة

"পূর্ণিমার রাতে নক্ষত্রমালার উপর পূর্ণ চন্দ্রের যেরূপব মর্যাদা, আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ।"

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো দীন ইসলামকে সঞ্জীবিত রাখা, ইবাদতের নিয়ম-কানুন জানা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ উদ্ধার করা, নিজের বাহাদুরী প্রকাশ করা এবং অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করা বৈধ নয়।

কা'ব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاء أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَه

"যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে জ্ঞান অন্বেষণ করে যে, আলিমদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, অথবা বোকা ও মূর্খ লোকদের সাে করবে এবং লোকদের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট করবে, তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।
আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, 'কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলে সাব্যস্ত হবে সেই আলিম, যার ইলমের দ্বারা কোনো কল্যাণ সাধিত হয় না।পদ

এছাড়াও জ্ঞানীদের সুউচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من إن العالم لَيُسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ في السنوات ومن في الأرض على الحيتان في الماء. وفضل العالم على الغابية لفصل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة

"জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, এমনকি পানির নিচের মাছ। অজ্ঞ ইবাদত গুজারের তুলনায় জ্ঞানী ব্যক্তি ঠিক সেরকম মর্যাদাবান, যেমন পূর্ণিমার রাতের চাঁদ তারকারাজির উপর দীপ্তিমান। আর জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী। * সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৮২।

অতএব, নারীদের শিক্ষা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। কেননা, নারী কখনো মা, কখনো বোন, কখনো ছাত্রী আবার কখনো পরিবারের কর্তী হিসেবে আবির্ভূত হন। তাছাড়া মা ই তার সন্তানের প্রথম শিক্ষক। সামগ্রিকভাবে সুশিক্ষিতা মা স্বভাবতই জ্ঞানী, চরিত্রবান,ব্যক্তিত্ব সম্পন্না, নিষ্ঠাবান, নম্র ও ভদ্র। শিক্ষিত মায়ের এসব গুণ আপনাআপনিই সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

নারীরা শুধু শিক্ষিত নয়, শিক্ষকও হতে পারেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনযা ছিলেন অন্যতম একজন শিক্ষক। এছাড়াও উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা, হাফসা, আসমা বিনতে আবু বকর, মায়মুনা, উম্মে হানী প্রমুখ মহিলা সাহাবিয়ার নাম প্রথম সারিতে এসে যায়।

অতএব আল-কুরআন ও সুন্নাহর এই অমোঘ নির্দেশের মধ্য দিয়ে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারী শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। শিক্ষার অধিকার প্রদানের মাধ্যমেই ইসলাম নারীকে সুউচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। কারণ, বিশ্বাসী ও জানীদের উচ্চাসন দেবেন বলে আল্লাহ্ নিজেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

যুগে যুগে নারী শিক্ষার স্বরূপ বিশ্লেষণ

সমাজের এক অংশকে বাদ দিয়ে অন্য অংশ কোনো দিনই উন্নত হতে পারে না এ সত্য মানুষ অনুধাবন করতে শুরু করেছে। সমাজসেবা, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী জাতির সার্থকতা- আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরাট বিজয়। ব্যক্তি সত্তার পূর্ণতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে মৌলিক অধিকার হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষার অধিকার দিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী শিক্ষা

শিক্ষা গ্রহণ সকল নরনারীর অবশ্যই কর্তব্য। ইসলামের প্রথম যুগে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েরাও অধ্যয়ন করতেন। মসজিদে স্ত্রী পুরুষ একই সঙ্গে নামায পড়তেন। তখনও অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। অথচ অজ্ঞতার যুগে নারীদের হেয় প্রতিপন্ন করা হত। তাই লেখাপড়া শেখানো ছিল কল্পনাতীত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী-পুরুষের জন্য শিক্ষা ফরয ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের যেভাবে তালিম দিতেন মহিলাদেরও অনুরূপভাবে শিক্ষা দিতেন। তিনি বিভিন্ন হাদীসে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি মহিলাদের দাবির প্রেক্ষিতে তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি কেবল তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতেন। ঈদের সময় দেখা

যেত তিনি পুরুষদের সামনে ভাষণ শেষ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন।

নারীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য তিনি অভিভাবকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। শুধু আযাদ মহিলাই নয় ঘরের দাসী বাদীদেরও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

»وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ« . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: «وَاثْنَتَيْنِ«ِ

“যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান বা তিনটি বোনকে লালন-পালন করবে এবং তাদেরকে ভদ্রতা, শিষ্টাচার, উত্তম চালচলন ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে সাবলম্বী হতে সাহায্য করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কেউ যদি দুজনের জন্য এরূপ করে? তিনি বললেন, দু'জনের জন্য এরূপ করলেও হবে।

পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই। এমনকি দাসীদেরকেও শিক্ষা দান করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে যে সমস্ত জ্ঞান চর্চার মজলিস অনুষ্ঠিত হতো মহিলারা অদূরে পর্দার অন্তরালে উপস্থিত থেকে তার উপকার লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনই ছিল এসব মজলিসে তাদের উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্য। অনেক মহিলা ছিলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে কুরআন পাঠ শুনেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। কোনো সময়ে যদি তিনি মনে করতেন যে, মহিলারা তার কথা ঠিকমত শুনতে পাননি, তা হলে তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন।

আল্-কুরআনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষভাবে ঘরের মহিলাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের মহিলারা দ্বীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরী দীনি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করে, তা হলে ঘরের বাইরে গিয়েও সেই জ্ঞান লাভের সুযোগ মহিলাদের দিতে হবে, এই হচ্ছে ইসলামী আইনের বিধান। দীনি জ্ঞান লাভের জন্য নারীকে সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজই দায়িত্বশীল। এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা হলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই। শুধু কিতাবী বিদ্যাই নারীদের জন্য যথেষ্ট নয়, তাদের চিন্তা-শক্তির উৎকর্ষ

সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নব-নব সত্য তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করাও ইসলামী সমাজের কর্তব্য।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেননি। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেনঃ

﴿وَالرَّٰسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُواْ الْأَلْبَٰبِ ﴾ [آل عمران[٧ :

“যারা জ্ঞানী ও বিদ্বান তারা বলেন, আমরা এর (কুরআন) প্রতি ঈমান এনেছি এবং কেবল বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই (কোনো জিনিস থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।সূরা আলে ইমরান :৭

সুতরাং আল্-কুরআনকে বুঝবার জন্যও ইসলামের অনুসারীদের বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন করতে হবে। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী পুরুষের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী শিক্ষার উপর অসাধারণ গুরুত্বারোপ করেছেন।

মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদেরকে জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দান করে বলেন,

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب : ٣٤]

“আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকমত পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়ার এমন অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, সেজন্য তারা দিনরাত সবসময় ব্যতিব্যস্ত থাকতো। জ্ঞান আহরণের পথে কোনো বাধা ও প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে নিরাশ ও ভগ্নোৎসাহ করতে পারতো না। আনসারী মহিলাদের সম্পর্কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেনঃ

نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين

“আনসারী মহিলারা কতই না ভাল! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।”

ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে সে যুগের মহিলারা কত গভীর ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করতেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা-এর নিম্নের উক্তি হতেই তা বোঝা যায়ঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হলে, আমরা তার শব্দগুলো হুবহু মুখস্থ না করলেও তার হালাল-হারাম এবং আদেশ-নিষেধগুলো স্মৃতিপটে গেঁথে নিতাম।”

ইবাদত এবং জ্ঞান চর্চার মজলিসে নারীরা বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতো। খাওলা বিনতে কায়েস আল্-জুহানিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুউচ্চ কণ্ঠের উল্লেখ করে বলেছেনঃ

كنت اسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا في مؤخر النساء.

“জুম‘আর দিনে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুতবা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম। অথচ আমি মেয়েদের সর্বশেষ কাতারে থাকতাম।”

হারিসা ইবনু নু‘মানের এক কন্যা বর্ণনা করেছেনঃ

»ما حفظت "ق" إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم«

“আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ থেকে শুনেই সূরা কাফ মুখস্থ করেছিলাম। তিনি প্রত্যেক জুম‘আর খুতবাতে এটি পড়তেন।”

মেয়েদের উপদেশ ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। যদি কোনো সময় তিনি বুঝতে পারতেন যে, মেয়েরা তার বক্তব্য ঠিকমত শুনতে পায় নি, তাহলে তিনি তাদের কাছে গিয়ে পুনরায় তা বলে দিতেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা এক ঈদের দিনের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

»فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة«

“তিনি মনে করলেন যে, তাঁর কথা মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। তাই পুনরায় তিনি তাদেরকে নসীহত করলেন। তাদের সাদকা দেয়ার জন্য আদেশ দিলেন।”

ইসলাম জ্ঞানান্বেষণের জন্য নারীদের মনে অত্যন্ত গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তাদের এই জ্ঞান-পিপাসা নিবারণের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও মাঝে মধ্যে তাদের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ করে দিতেন। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

“মহিলারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনার কাছে পুরুষরা এত ভিড় লাগিয়ে থাকে যে, অনেক সময় আমাদের পক্ষে আপনার কথা শোনা সম্ভবই হয়

না। অতএব আমাদের জন্য আপনি আলাদা একটি দিন ধার্য করে দিন। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই দিন তিনি তাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিতেন এবং সৎকাজের নির্দেশ দান করতেন। মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমরা কয়েকজন যুবক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলাম। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, আমরা বাড়ি ফেরার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছি, তখন তিনি বললেনঃ
"তোমরা তোমাদের স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের কাছেই অবস্থান কর। তাদেরকে দীন সম্পর্কে শিক্ষা দাও এবং তা মেনে চলার নির্দেশ দাও।

কন্যাসন্তানকে শিক্ষিত করার পুরস্কার

তৎকালীন আরব সমাজে যেখানে কন্যাসন্তানকে অবহেলা করা হতো, সেখানে নবীজি (সা.) মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার অনন্য মর্যাদা ঘোষণা করেন:

"যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান বা বোন থাকে, আর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে এবং তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

২. নারী শিক্ষার ধারণা: 'ফরজে আইন' ইলমের গুরুত্ব

ইসলামে জ্ঞান অর্জনকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের ওপর ফরজ করা হয়েছে । মাসিক আল কাওসারের ভাষ্যমতে, নারীর জন্য শিক্ষার ধারণাটি নিম্নরূপ:

- **ফরজ ইলম:** একজন মুসলিম নারী হিসেবে নিজেকে ঈমান-আকিদার ওপর টিকিয়ে রাখার জন্য যেটুকু জ্ঞান প্রয়োজন, তা অর্জন করা 'ফরজে আইন' বা অত্যাবশ্যকীয় ।
- **উবুদিয়্যাত বা দাসত্ব:** ইলম ছাড়া কেউ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্ব করতে পারে না । সঠিক জ্ঞান ছাড়া আমল করলে তা লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি ডেকে আনে ।

- **শিক্ষার ক্ষেত্রসমূহ:** নারীর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলো—ঈমান-আকিদা, তাহারাত (পবিত্রতা), নামাজ, রোজা, পর্দার মাসআলা এবং স্বামী-সন্তানের হক বা অধিকারসমূহ ।
- **সাহাবিদের আদর্শ:** নারী সাহাবিরা দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য এতটাই ব্যাকুল ছিলেন যে, তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আলাদা মজলিস বা ক্লাসের জন্য অনুরোধ করেছিলেন ।

৩. পরিবার ও নারী শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক

একটি আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য নারীর শিক্ষার ভূমিকা অপরিহার্য। এর কার্যকারিতা নিম্নরূপ:

- **প্রথম পাঠশালা:** মা হলেন সন্তানের প্রথম শিক্ষক। মা যদি দ্বীনি শিক্ষায় (ইলম) শিক্ষিত হন, তবেই সন্তানরা ছোটবেলা থেকে নৈতিকতা ও হালাল-হারামের পার্থক্য শিখে বড় হয় ৷
- **অধিকার রক্ষা:** ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই একজন নারী পরিবারে তার নিজের অধিকার এবং স্বামীর প্রতি তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হন । এটি পারিবারিক কলহ ও ভাঙন রোধে কাজ করে।
- **শরিয়তের দায়বদ্ধতা:** নারীরাও পুরুষের মতো শরিয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত । তাই অর্পিত বিধানসমূহ যথাযথ পালনের জন্য জ্ঞান অর্জন করা তাদের ওপর ওয়াজিব ।

মুসলিমদের জন্য ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ۝

'আমি আকাশ, পৃথিবী ও এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে, তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' (সুরা আম্বিয়া, আয়াত ১৬)

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হলো মানুষ। মানুষকে আল্লাহ তাআলা অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য, তাঁর দাসত্ব বাস্তবায়নের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۝

‘আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।’ (সুরা জারিয়াত, আয়াত ৫৬)

ইবাদত হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলের মাধ্যমে যে শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন, তা যথাযথভাবে পালন করা এবং ইসলাম যে আদেশ ও নিষেধের বিধানাবলি দিয়েছে, সেগুলো পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে,

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

‘মানুষ কি মনে করে তাকে এমনিই ছেড়ে দেওয়া হবে?’ (সুরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩৬)

ইসলামি সভ্যতায় নারীর জ্ঞানচর্চা

ইসলামি সভ্যতার ইতিহাসে নারীরা জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা, গবেষণা এবং জ্ঞান প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই কারণে বিভিন্ন যুগে মুসলিম নারীরা হাদিস, ফিকহ, সাহিত্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান, শিক্ষা এবং অন্যান্য বিদ্যাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জন

ইসলামে জ্ঞান অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহি ছিল "পড়ো" (ইকরা), যা জ্ঞানচর্চার গুরুত্বকে নির্দেশ করে। নবী মুহাম্মদ নারী-পুরুষ উভয়কেই শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেছিলেন। ফলে মুসলিম সমাজে নারীদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রারম্ভিক যুগে নারীদের অবদান

আয়িশা বিনতে আবু বকর ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী আলিম। তিনি বিপুল সংখ্যক হাদিস বর্ণনা করেন এবং ফিকহ, ইতিহাস ও চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতেন। অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

উম্মে সালামা হাদিস ও ইসলামী আইন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

হাফসা বিনতে উমর কুরআনের লিখিত সংকলন সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মধ্যযুগীয় ইসলামি সভ্যতায় নারী শিক্ষাবিদ

ইসলামের স্বর্ণযুগে বহু নারী শিক্ষাদান ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

ফাতিমা আল-ফিহরি প্রতিষ্ঠা করেন আল-কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয়, যা বিশ্বের প্রাচীনতম ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি হিসেবে পরিচিত।

জয়নাব বিনতে আল-কামাল ছিলেন একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিসা, যার কাছে বহু শিক্ষার্থী হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

কারিমা আল-মারওয়াজিয়া হাদিস শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রসমূহ

মুসলিম নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন:

হাদিস ও ফিকহ – বহু নারী হাদিস বর্ণনাকারী ও ইসলামী আইনবিদ ছিলেন।

সাহিত্য ও কবিতা – আরবি ও ফারসি সাহিত্যে নারীদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান – কিছু নারী চিকিৎসা ও সেবাকর্মে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা – অনেক নারী মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও অর্থায়ন করেছেন।

গুরুত্ব ও প্রভাব

নারীদের জ্ঞানচর্চা ইসলামি সভ্যতার বৌদ্ধিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তারা শুধু জ্ঞান অর্জনই করেননি, বরং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন। এর ফলে ইসলামি সভ্যতায় শিক্ষার প্রসার, ধর্মীয় জ্ঞানের সংরক্ষণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে।

ইসলামি সভ্যতায় নারীরা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সক্রিয় ও সম্মানজনক অবস্থান লাভ করেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মুসলিম নারীরা শিক্ষক, গবেষক, হাদিস বিশারদ, সাহিত্যিক এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাই ইসলামি সভ্যতার বিকাশে নারীদের জ্ঞানচর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় অধ্যায়।

জ্ঞানচর্চায় মুসলিম নারীদের অবদান

জ্ঞান চর্চায় মহিলাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।" তিনি কুরআন, হাদীস ইসলামী আইন প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। যে আট জন সাহাবী সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তৃতীয়। অনেক বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিয়ী তার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'আসমাউর রিজাল' নামক গ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে এক হাজার সাহাবীর জীবন বৃত্তান্ত লেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫০ জন মহিলা। এ থেকে অনুমান করা যায় তৎকালে নারী শিক্ষার উপর কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর মহিলার নিকট লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করতেন। বালাযুরী বলেন, আব্দুল্লাহর কন্যা আশ-শিফা ইসলামের পূর্বে লিখন পদ্ধতি শিখেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে মক্কায় যে ১৭ জন লেখাপড়া জানতেন, তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ছিলেন। তিনি শুধু নারীদের নয় পুরুষদেরও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বড় বড় সাহাবী ও তাবিয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস, তাফসীর ও জরুরী মাসায়েল শিখতেন। হাদীসে এসেছে, "আবু মুসা বলেন, আমরা রাসূলের সাহাবীগণ যখনই কোনো সমস্যায় পতিত হয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তাঁর নিকট থেকে সেই বিষয়ে ইলম্ লাভ করেছি।

অপর একজন আয়েশা যিনি সা'দের কন্যা ছিলেন, তিনি তার পিতার নিকট লেখাপড়া শিখতেন।

মহিলাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ লাভের সঠিক, উপযুক্ত ও উত্তম ক্ষেত্র হচ্ছে তাদের ঘর ও পারিবারিক পরিবেশ। এ কারণে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত পিতা-মাতা ও স্বামীর ওপর অর্পণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একখানা নির্দেশের ভাষা এই- "তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট চলে যাও, তাদের সঙ্গে বসবাস কর, তাদের জ্ঞান শিক্ষা দাও এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য তাদেরকে আদেশ কর।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূণ্যশীলা স্ত্রীগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। মহিলা সাহাবীগণও শিক্ষিত ছিলেন। তাদেরই প্রজ্জ্বলিত শিক্ষার আলো সমস্ত মুসলিম জাহানের মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিরোধানের পর তার অনুসারীগণ, ইসলামের খলিফাগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্রাটগণ মানুষের মাঝে ইসলামের মহাত্মা প্রচারকে সার্থক করে তোলেন। সমাজের উন্নতি ত্বরান্বিত করার মানসে নারীরা পুরুষদের সাথে তাদের কর্তব্য পালনে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

পুরুষরা যেভাবে শিক্ষিত ও জ্ঞানী গুণী হয়ে কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক হয়েছিলেন, যেভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদিতে নিবেদিত প্রাণ হয়ে গবেষণা করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, তারকারাজীর তত্ত্ব ও তথ্যসহ অন্যান্য বিষয় আবিষ্কার করে তাদের মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন, তেমনই পুরুষের সঙ্গে নারীরাও শিক্ষিত হয়ে সাহিত্যি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

কুরআনের তাফসীর বর্ণনা ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস বর্ণনায়, হাদীসের ব্যাখ্যায় সারা বিশ্বে মুসলিম জননীগণ বিশেষতঃ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সমস্ত মহিলা সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-দের তুলনায় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ২২১০ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন । আর ৩৭৮ খানা হাদীস উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া উম্মে আতিয়া, আসমা বিনতে আবু বকর, উম্মে হানী এবং ফাতিমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।
ফিকহ বিদ্যায় আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক এত অধিক ফাতওয়া রয়েছে, যা একত্রিত করলে বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে।

অনুরূপ উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত ফাতওয়াসমূহও একখানা পুস্তিকার আকার পেতে পারে। ফারায়েয বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও অন্যান্য মহিলা সাহাবী হাদীস,

ফিকহ, তাফসীর, ফারায়েয, কিরাআত ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তারা অনেকে কুরআনের হাফিযা ছিলেন।

হিন্দ বিনতে উবায়েদ, উম্মে ইমাম বিনতে হারিসা, রাবিতা বিনতে হায়্যান, উম্মে সা'দ ইবনে রবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রমুখ মহিলা সাহাবী পবিত্র কুরআনের বেশিরভাগ আয়াতের হাফিযা ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্-কুরআনুল কারীম দারস দিতেন। সহীহ মুসলিমের শেষাংশে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা কর্তৃক তাফসীরের কতকাংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয়ার জন্য ছোট ও বড় নারী ও পুরুষ এবং কাছের ও দূরের সব রকমের লোকই মহিলা সাহাবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। মুসলিম উম্মাহ এসব মহীয়িসী নারীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে তাদের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। নিজেদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে কত লোক যে আসা-যাওয়া করতো আয়েশা বিনতে তালহার বর্ণনা থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন:

كان الناس يأتونها من كل مصر.
"প্রত্যেক শহর ও জনপদ থেকেই আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর কাছে লোক আসতো।
হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে জানা যায় যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা, উমর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী সাহাবীদের ইজতিহাদী রায়েরও সমালোচনা করে তাঁদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন।

সাহাবীদের মধ্যে হাদীসের অনেক বড় বড় হাফিয ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-ও তাঁদের একজন। আবূ হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছাড়া আর কোনো সাহাবীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা এত অধিক নয়।

আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর মত পণ্ডিত ও ফিকহবিদ সাহাবীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-এর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের এবং তাঁর মতই আরও অনেকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেনঃ

ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط فسألنا عائمة إلا وجدنا عندها منه علما.

"আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা কোনো হাদীস নিয়ে সমস্যায় পড়লে সে বিষয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা-কে জিজ্ঞাসা করতাম এবং তাঁর কাছ থেকে সে ব্যাপারে কোনো না কোনো জ্ঞান অবশ্যই লাভ করতাম।

নারী সাহাবী বা সাহাবিয়াতগণের (রা.) দ্বীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জন এবং তা পারিবারিক জীবনে প্রয়োগের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময় এবং অনুকরণীয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী সাহাবীগণ কেবল ইবাদত-বন্দেগিতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং তারা ছিলেন ইলমের আধার।

পারিবারিক জীবনে তাদের এই দ্বীনি ইলম অর্জন যে গভীর ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, তা নিচে কয়েকটি প্রধান পয়েন্টের মাধ্যমে আলোচনা করা হলো:

১. আদর্শ সন্তান গঠনে ও সঠিক তারবিয়াতে (লালন-পালন)

একটি পরিবারের মূল ভিত্তি হলো সন্তান। নারী সাহাবীগণ দ্বীনি ইলম অর্জনের কারণে সন্তানদের শুধু বড়ই করেননি, বরং তাদের খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।

ইলমের আলোয় সন্তান গঠন: উম্মে সুলাইম (রা.) তাঁর সন্তান হযরত আনাস (রা.)-কে শৈশবেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে সঁপে দিয়েছিলেন এবং দ্বীনি ইলম শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ভবিষ্যৎ আলেম ও বীর তৈরি: সাহাবিয়াতদের ইলম অর্জনের ফলেই তাদের কোল থেকে জন্ম নিয়েছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর মতো মহান ব্যক্তিত্বরা। মায়েরা নিজেরা দ্বীনি জ্ঞান রাখতেন বলেই সন্তানদের হালাল-হারাম ও তাকওয়া শেখাতে পেরেছিলেন।

২. দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নয়ন ও স্বামীদের সহযোগিতা

দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের কারণে নারী সাহাবীগণ স্বামীর অধিকার, নিজের কর্তব্য এবং পারিবারিক শান্তির ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

ধৈর্য ও সন্তুষ্টি: দ্বীনি ইলম তাদের শিখিয়েছিল কীভাবে অভাব-অনটনেও আল্লাহর ওপর ভরসা করতে হয়। ফলে স্বামীদের ওপর তারা অতিরিক্ত দুনিয়াবি চাপ সৃষ্টি করতেন না।

পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: অনেক জটিল পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তে নারী সাহাবীগণ স্বামীদের সঠিক পরামর্শ দিতেন। যেমন, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা (রা.)-এর বিচক্ষণ পরামর্শ রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং পুরো মুসলিম উম্মাহকে এক কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছিল।

৩. ঘরোয়া পরিবেশকে 'মাদরাসা'য় রূপান্তর

নারী সাহাবীগণ যখনই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে কোনো জ্ঞান অর্জন করতেন, তা সরাসরি নিজেদের ঘরে চর্চা করতেন। ফলে তাদের ঘরগুলো একেকটি দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর ঘর থেকে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ দ্বীনের কঠিন কঠিন মাসয়ালা শিখে যেতেন।

সাধারণ নারী সাহাবীগণও ঘরে কোরআন তিলাওয়াত, হাদিসের আলোচনা এবং মাসয়ালা-মাসায়েল চর্চার মাধ্যমে পরিবারের সবাইকে দ্বীনের ওপর রাখতেন।

৪. অধিকার ও কর্তব্যের ভারসাম্য রক্ষা

ইলম অর্জনের মাধ্যমে নারী সাহাবীগণ জানতে পেরেছিলেন যে, ইসলামে নারীর অধিকার কতখানি এবং পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব কী।

তারা অন্ধ অনুকরণ বা কুসংস্কারের পেছনে ছুটতেন না।

কোনো বিষয়ে খটকা লাগলে তারা সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতেন (যেমনটি আনসারী নারীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত ছিল)। এই অর্জিত জ্ঞান তাদের পরিবারে অন্যায় বা জুলুমের পথ বন্ধ করে পারস্পরিক শ্রদ্ধা তৈরি করত।

৫. বিপদে ও শোকে অটল থাকা (সবর)

পারিবারিক জীবনে মৃত্যু, অসুস্থতা বা যুদ্ধ-বিগ্রহের মতো কঠিন পরিস্থিতি আসবেই। দ্বীনি ইলম থাকার কারণে নারী সাহাবীগণ এসব পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়তেন না।

উম্মে সুলাইম (রা.)-এর ঘটনা: তাঁর এক সন্তান যখন মারা যান, তিনি দ্বীনি প্রজ্ঞা ও সবরের মাধ্যমে বিষয়টি সামলান। স্বামী আবু তালহা (রা.) ঘরে ফিরলে তাকে প্রথমে

খাওয়ান, আরাম করান এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সন্তানের মৃত্যুর খবর দেন, যা ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
সংক্ষেপে:

নারী সাহাবীদের দ্বীনি ইলম অর্জন তাদের পারিবারিক জীবনকে শৃঙ্খলা, শান্তি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির চাদরে ঢেকে দিয়েছিল। আজকের সমাজেও যদি নারীরা দ্বীনি ইলম ও সঠিক জ্ঞান অর্জন করেন, তবে তা একটি পরিবারকে ভাঙন থেকে রক্ষা করতে এবং আদর্শ পরিবার গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে

শিক্ষিত মায়ের ভূমিকা
শিক্ষিত মায়ের প্রধান ভূমিকা
১. সন্তানের নৈতিক শিক্ষা প্রদান
একজন শিক্ষিত মা সন্তানকে সত্যবাদিতা, সততা, শিষ্টাচার ও ইসলামি মূল্যবোধ শেখাতে পারেন। শিশুর চরিত্র গঠনের সূচনা পরিবার থেকেই হয়।
২. দ্বীনি শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন
শিক্ষিত মা সন্তানকে:

- কোরআন শিক্ষা
- নামাজের গুরুত্ব
- ইসলামী আদব-কায়দা
- হালাল-হারামের জ্ঞান

ইত্যাদি শেখাতে সক্ষম হন।

---

৩. আদর্শ পরিবার গঠন

একজন জ্ঞানী মা পরিবারে শান্তি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দাম্পত্য জীবনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন এবং পরিবারে নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

---

৪. ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনে অবদান

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। তাই একজন শিক্ষিত মা প্রকৃতপক্ষে একটি শিক্ষিত জাতি গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

---

৫. সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ

নারীর অশিক্ষা অনেক সময়:

- নৈতিক অবক্ষয়
- সন্তানদের বিপথগামিতা
- পারিবারিক কলহ
- ধর্মীয় উদাসীনতা

বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। শিক্ষিত মা এসব সমস্যা মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পারিবারিক প্রশান্তির মূল ভিত্তি:

পরিবার মানবসমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। একটি শান্তিপূর্ণ পরিবার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইসলাম পরিবারকে শুধু সামাজিক বন্ধন হিসেবে নয়, বরং ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করে। কোরআন ও হাদিসে পারিবারিক প্রশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন নীতি ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

---

১. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া

পারিবারিক প্রশান্তির প্রধান ভিত্তি হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। যখন পরিবারের সদস্যরা আল্লাহর বিধান মেনে চলে, তখন পরিবারে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন।”(সূরা আত-তালাক: ২)

তাকওয়া মানুষকে অন্যায়ের পথ থেকে বিরত রাখে এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে সুন্দর করে।

---

২. ভালোবাসা ও দয়া

ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি হিসেবে ভালোবাসা ও দয়ার কথা উল্লেখ করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

ًوَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

“তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আর-রূম: ২১)

এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে গড়ে তোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

৩. পারস্পরিক সম্মান ও সদাচরণ

পারিবারিক শান্তির জন্য সদস্যদের একে অপরের প্রতি সম্মান ও উত্তম আচরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Prophet Muhammad বলেছেন:

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”
— জামে আত তিরমিজি

এই হাদিস পরিবারে নম্রতা, সহনশীলতা ও সুন্দর আচরণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

---

৪. দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিকতা

পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ থাকলে কলহ, অবক্ষয় ও অশান্তি কমে যায়।

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”
সূরা আত-তাহরীম: ৬

এই আয়াত পরিবারে দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিক পরিবেশ গঠনের নির্দেশ দেয়।

---

৫. দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য পালন

পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে পরিবারে ভারসাম্য বজায় থাকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলেছেন:

"প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"
— সহীহ আল বুখারী

স্বামী, স্ত্রী, মা-বাবা ও সন্তান—সবার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৬. ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা

সংসার জীবনে মতভেদ ও সমস্যা আসতেই পারে। ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা পারিবারিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"
সূরা আল-বাকারা: ১৫৩

ধৈর্য পরিবারে কলহ কমায় এবং সম্পর্ককে দৃঢ় করে।

---

৭. সন্তানদের সঠিক লালন-পালন

সন্তানদের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়। একজন আদর্শ মা-বাবা সন্তানদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অধ্যায় ৩: ইসলামী নারী শিক্ষার অভাব ও পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে নারী শিক্ষা পরিবার, সন্তান প্রতিপালন ও সমাজ গঠনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। একজন নারী যখন ইসলামি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন, তখন তার প্রভাব শুধু ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং পুরো পরিবার ও সমাজে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় দেখা দেয়। কোরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামি নারী শিক্ষার অভাব পারিবারিক অশান্তি, নৈতিক দুর্বলতা এবং সামাজিক সমস্যার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত।

১. দ্বীনি জ্ঞানের অভাব

যখন নারী ইসলামি শিক্ষা থেকে দূরে থাকে, তখন পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে:

- নামাজ, পর্দা ও নৈতিকতার গুরুত্ব কমে যায়
- সন্তানদের সঠিক দ্বীনি শিক্ষা ব্যাহত হয়
- পরিবারে ইসলামি মূল্যবোধ হারিয়ে যায়

২. সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয়

মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক। একজন অশিক্ষিত বা ইসলামি জ্ঞানবিহীন মা সন্তানদের যথাযথ নৈতিক শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হতে পারেন। এর ফলে:

- মিথ্যা বলা
- অসদাচরণ
- ধর্মীয় উদাসীনতা
- প্রযুক্তির অপব্যবহার

ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩. দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক অশান্তি

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। ইসলামি শিক্ষা না থাকলে অনেক সময়:

- ভুল বোঝাবুঝি
- অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা

- অসহিষ্ণুতা
- পারিবারিক দ্বন্দ্ব

বৃদ্ধি পায়।

Prophet Muhammad বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"

— জামে আত তেরমিজি

এই হাদিস পারিবারিক সম্পর্ক সুন্দর রাখার শিক্ষা দেয়।

৪. পশ্চিমা অপসংস্কৃতির প্রভাব

ইসলামি শিক্ষার অভাবে অনেক পরিবারে অনৈতিক ও অইসলামিক সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে:

- পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়
- লজ্জাশীলতা ও নৈতিকতা কমে যায়
- সন্তানরা বিভ্রান্তিতে পড়ে

৫. দায়িত্ববোধের অভাব

· ইসলাম পরিবারে নারী-পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। শিক্ষা না থাকলে দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখা দেয়।

· Prophet Muhammad বলেছেন:

· "প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

— সহিহ আল বুখারী

৬. সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের অবনতি

ইসলামি শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠন করে। নারী শিক্ষার অভাবে:

- পারিবারিক সম্মানবোধ কমে যায়
- আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হয়
- সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়

৭. অসংযত জীবনযাপন: পর্দা ও হায়ার (লজ্জাশীলতা) বিধান পালনে অনীহা।

৮. অর্থনৈতিক অস্থিরতা: হালাল-হারাম বিচার না করা এবং অতিরিক্ত বিলাসিতার আকাঙ্ক্ষা।

অধ্যায় ৪: কুরআন ও হাদিসের আলোকে অবক্ষয় বিশ্লেষণ

পারিবারিক অবক্ষয়ের বিশ্লেষণ

১. নৈতিক শিক্ষার অভাব

মা সন্তানের প্রথম শিক্ষাগুরু। একজন ইসলামি জ্ঞানবিহীন মা সন্তানদের সঠিক নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হতে পারেন। ফলে সন্তানদের মধ্যে:

মিথ্যাচার,অসদাচরণ,ধর্মীয় উদাসীনতা,বেহায়াপনা বৃদ্ধি পেতে পারে।

আল্লাহ বলেন:

"তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

সূরা আত-তাহরীম: ৬

২. দাম্পত্য জীবনে অশান্তি

ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। ইসলামি জ্ঞানের অভাবে:

পারস্পরিক সম্মান কমে যায়

দায়িত্বে অবহেলা দেখা দেয়

ভুল বোঝাবুঝি ও কলহ বৃদ্ধি পায়

Prophet Muhammad বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"

— জামে আত তিরমিজি

৩. সন্তানদের চরিত্রগত অবক্ষয়

একজন শিক্ষিত ও দ্বীনদার মা সন্তানদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। বিপরীতে ইসলামি শিক্ষার অভাব সন্তানদের নৈতিক ও সামাজিক বিচ্যুতির কারণ হতে পারে।

৪. পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়া

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার শিক্ষা দেয়। কিন্তু দ্বীনি শিক্ষার অভাবে পরিবারে:

ভালোবাসা কমে যায়

সহনশীলতা হ্রাস পায়

পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পায়

৫. সামাজিক অবক্ষয়ের বিস্তার

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্র একক। পরিবারে অবক্ষয় দেখা দিলে সমাজেও তার প্রভাব পড়ে। ফলে:

অপরাধ বৃদ্ধি পায়

বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ে

নৈতিক সংকট তৈরি হয়

সমাধানের উপায়

১. নারীদের দ্বীনি শিক্ষা নিশ্চিত করা

পরিবার ও সমাজে নারীদের কুরআন-হাদিসভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

২. পরিবারভিত্তিক ইসলামি পরিবেশ গঠন

ঘরে কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও ইসলামি আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৩. নৈতিক ও পারিবারিক শিক্ষার প্রসার

নারীদের সন্তান প্রতিপালন, নৈতিকতা ও পারিবারিক দায়িত্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৪. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি

নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে।

ইসলামে নারীর শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি আদর্শ পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, কারণ মায়ের কোলই হলো সন্তানের প্রথম বিদ্যাপীঠ। যখন পরিবারে **ইসলামী নারী শিক্ষার অভাব** দেখা দেয়, তখন সামগ্রিক পারিবারিক কাঠামোতে ধস নামে, যাকে আমরা পারিবারিক অবক্ষয় বলি।
বিখ্যাত মুফাসসির হাফিজ ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর যুগান্তকারী তাফসীর **‘তাফসীরুল কুরআনিল আজীম’ (তাফসীর ইবনে কাসীর)**-এ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় নারী শিক্ষার গুরুত্ব এবং পারিবারিক ভাঙন রোধের উপায়গুলো অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। নিচে এর কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণসমূহ

তাফসীর ইবনে কাসীর-এর আলোকে নারী শিক্ষার অভাব কীভাবে পরিবারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, তার প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ:

ক) অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা

সূরা আন-নিসার ৩৪ নম্বর আয়াতের (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) তাফসীরে ইবনে কাসীর উল্লেখ করেছেন যে, পরিবারে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সুনির্দিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা না থাকলে একজন নারী তাঁর স্বামীর প্রতি দায়িত্ব এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারেন না। ফলে সামান্য বিষয়েও ভুল বোঝাবুঝি, অহংকার এবং ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়, যা পরিবারকে ভাঙনের দিকে ঠেলে দেয়।

খ) সন্তানদের আদর্শিক ও নৈতিক তরবিয়তের অভাব

সূরা আত-তাহরীমের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন:

> "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন (জাহান্নাম) থেকে..."

>

ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃতি করেছেন: *“তোমরা নিজেদ্বকে এবং পরিবারকে দ্বীন শেখাও এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দাও।”* যদি মা নিজেই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত না হন, তবে তিনি সন্তানদের হালাল-হারাম, চরিত্র গঠন এবং আল্লাহর ভয় শেখাতে ব্যর্থ হন। ফলস্বরূপ, সন্তানরা নৈতিক অবক্ষয়, অবাধ্যতা এবং আধুনিক বিপথগামিতার শিকার হয়।

c) পশ্চিমা সংস্কৃতি ও বেপর্দার কুপ্রভাব

সূরা আল-আহযাবের ৩৩ নম্বর আয়াতের (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) তাফসীরে জাহেলী যুগের বেহায়াপনা এবং এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী জ্ঞান না থাকায় নারীরা আধুনিক 'নব্য জাহেলিয়াত' বা পশ্চিমা সংস্কৃতির চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এর ফলে হিজাব বা পর্দার বিধান লঙ্ঘিত হয়, যা পরকীয়া, পরনিন্দা (গীবত), এবং পারিবারিক কলহের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ঘ) অমিতাচারিতা ও ধৈর্যের অভাব

পারিবারিক জীবনে সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা উভয়ই আসতে পারে। ইবনে কাসীর বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন যে, একজন আদর্শ মুসলিম নারী সংকটে ধৈর্য ধরেন। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষার অভাবে নারীদের মধ্যে অতি-বিলাসিতা এবং দুনিয়াদারির লোভ বেড়ে যায়। স্বামীর আয়ের বাইরে অতিরিক্ত চাহিদার কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে।

রাসূল (সা.)-এর সতর্কবাণী: পারিবারিক ফিতনা এবং দায়িত্ব অবহেলার পরিণাম সংক্রান্ত হাদিসসমূহ।

পারিবারিক ফিতনা, দায়িত্ব অবহেলা, সন্তান-স্ত্রীর হক নষ্ট করা এবং নেতৃত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে মোহাম্মদ অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন। নিচে এ বিষয়ে কয়েকটি সহিহ ও প্রসিদ্ধ হাদিস তুলে ধরা হলো।

---

১. প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহি করবে

সহিহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম এ বর্ণিত:

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল (রাখাল), এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

শাসক তার প্রজাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

স্ত্রী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল..."

— সহিহ বুখারি, হাদিস ৮৯৩; সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৮২৯

সুনান আবু দাউদ -এ এসেছে:

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে (অমান্য করলে) শাসন করো; আর তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"

— আবু দাউদ, হাদিস ৪৯৫

এখানে দ্বীনি শিক্ষাকে পারিবারিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ হাদিসে পরিবার পরিচালনা, সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা, ভরণপোষণ ও ন্যায়পরায়ণতার দায়িত্ব স্পষ্ট করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম -এ বিদায় হজের ভাষণে এসেছে:

"নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আল্লাহর আমানত হিসেবে তাদের গ্রহণ করেছ।"

— সহিহ মুসলিম, হাদিস ১২১৮

স্ত্রীর প্রতি জুলুম, অবহেলা বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে এটি বড় সতর্কবাণী।

সহীহ মুসলিম -এ এসেছে:

“যে ব্যক্তি দুই কন্যাসন্তানকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত সুন্দরভাবে লালন-পালন করবে, কিয়ামতের দিন আমি ও সে এভাবে একসাথে থাকব।”

এরপর রাসূল ﷺ তাঁর দুই আঙুল মিলিয়ে দেখান।

— সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৬৩১

---

২. পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব

Quran-এ আল্লাহ বলেন:

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো...”

— সূরা তাহরীম ৬

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমরা বলেন, পরিবারের ঈমান, আমল, চরিত্র ও ইসলামী শিক্ষা নিশ্চিত করাও অভিভাবকের দায়িত্ব।

---

৩. দায়িত্ব অবহেলা করলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সতর্কতা

সহিহ আল বুখারী -তে এসেছে:

“আল্লাহ যাকে কোনো দায়িত্ব দিয়েছেন, আর সে দায়িত্বে খিয়ানত করল, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।”

— সহিহ বুখারি, হাদিস ৭১৫০

পরিবারের ক্ষেত্রে এটি অন্তর্ভুক্ত করে:

- সন্তানের হক নষ্ট করা
- স্ত্রীকে জুলুম করা
- দ্বীনি শিক্ষায় অবহেলা
- হারাম উপার্জনে পরিবার চালানো
- নৈতিক নিরাপত্তা না দেওয়া

সহিহ আল বুখারীতে সালমান আল ফার্সি, আবু আল দারদাকে বলেন :

“তোমার প্রতিপালকের তোমার উপর হক আছে, তোমার নিজেরও তোমার উপর হক আছে, আর তোমার পরিবারেরও তোমার উপর হক আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার হক দাও।”

এ কথা শুনে Muhammad বলেন:

“সলমান সত্য বলেছে।”

— সহিহ বুখারি, হাদিস ১৯৬৮

---

৪. সন্তানদের অবহেলা সম্পর্কে কঠোর হাদিস

সুনান আবু দাউদ -এ বর্ণিত:

“কোনো মানুষের গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে তাদের অবহেলা করে।”

— আবু দাউদ, হাদিস ১৬৯২

এটি শুধু অর্থনৈতিক দায়িত্ব নয়; মানসিক, নৈতিক ও দ্বীনি দায়িত্বও বোঝায়।

---

৫. ফিতনা হিসেবে পরিবার ও সম্পদ

Quran-এ এসেছে:

“তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষা (ফিতনা) মাত্র...”

— সূরা তাগাবুন ১৫

আর মুহাম্মদ বলেছেন:

“আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে বড় কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।”

— সহিহ বুখারি, হাদিস ৫০৯৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৭৪০

অর্থ: পরিবার, সম্পর্ক ও প্রবৃত্তির পরীক্ষায় দ্বীন হারিয়ে ফেলতে পারে মানুষ—তাই সতর্কতা জরুরি।

---

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহতা

সহিহ আল বুখারী -এ এসেছে:

“যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

— সহিহ বুখারি, হাদিস ৫৯৮৪

পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া, অহংকার—এসবকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুতরভাবে দেখে।

---

৭. স্ত্রী-সন্তানের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ

জামে আত তিরমিজি -এ এসেছে:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।"

— তিরমিযি, হাদিস ৩৮৯৫

সহিহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিম -এ এসেছে:

"তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যা কিছু ব্যয় করবে, তার সওয়াব পাবে—এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমা তুলে দাও তাও।" সহিহ বুখারি, হাদিস ৫৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৬২৮

এতে বোঝা যায়, পরিবারের হক আদায়ও ইবাদত।

অর্থাৎ, বাইরের ইবাদতের পাশাপাশি ঘরের আখলাকও ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি: পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে আল্লাহর বিধান থেকে বিমুখ হওয়া (যেমন: সূরা আত-তাহরীম ও সূরা আন-নিসা এর আলোকে)।

পারিবারিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত। কুরআন পরিবারকে একটি পবিত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে, যার ভিত্তি হবে পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া এবং আল্লাহর বিধানের অনুগত্য। যখনই কোনো পরিবার আল্লাহর নির্ধারিত সীমা ও বিধান থেকে বিমুখ হয়, তখনই সেখানে নানা ধরনের বিপর্যয় ও অশান্তি নেমে আসে।

সূরা আত-তাহরীম এবং সূরা আন-নিসা-এর আলোকে পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে আল্লাহর বিধান থেকে বিমুখ হওয়ার বিষয়টি নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. সূরা আত-তাহরীম: পারিবারিক গোপনীয়তা ও দায়িত্বহীনতার বিপর্যয়

সূরা আত-তাহরীমে মূলত মহানবী (সা.)-এর পারিবারিক জীবনের একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনস্তাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক

দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর বিধান থেকে বিমুখ হলে পরিবারে কী ধরনের বিপর্যয় আসতে পারে, তা এখানে স্পষ্ট:

পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা না করা: এই সূরায় উল্লেখ আছে, নবীজি (সা.) তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি গোপন কথা বলেছিলেন, যা তিনি অন্য একজনের কাছে প্রকাশ করে দেন। আল্লাহর বিধান হলো দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করা। যখনই এই বিধান লঙ্ঘিত হয়, তখনই পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়, যা পারিবারিক বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে নিজের ওপর হারাম করা: সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ যা হালাল করেছেন, স্ত্রীদের খুশির জন্য তা কেন তিনি নিজের ওপর নিষিদ্ধ করছেন? এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে গিয়ে আল্লাহর দেওয়া বিধান বা সীমার বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।

ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ও সতর্কবার্তা: এই সূরায় আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আ.) এবং হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রীদের উদাহরণ দিয়েছেন। তারা নবীগণের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বিধানের অবাধ্য ও বিশ্বাসভঙ্গ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে, কেবল উচ্চবংশ বা নেককার জীবনসঙ্গী হওয়াই যথেষ্ট নয়; ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর বিধান মেনে না চললে পারিবারিক ও পরকালীন বিপর্যয় অনিবার্য।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর..."
— (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ০৬)

২. সূরা আন-নিসা: অধিকার হরণ ও পারিবারিক কাঠামোর অবমাননা

সূরা আন-নিসা হলো ইসলামী সমাজ ও পারিবারিক আইনের মূল ভিত্তি। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা নারী, পুরুষ, এতিম ও উত্তরাধিকারীদের অধিকার নিয়ে বিস্তারিত

আলোচনা করেছেন। আল্লাহর এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধানগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে পরিবারে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়:

পুরুষের অভিভাবকত্ব (কাওয়াম) ও দায়িত্বহীনতা: আল্লাহ তাআলা পুরুষকে পরিবারের অভিভাবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী করেছেন। অনেক পুরুষ এই দায়িত্বকে কেবল ক্ষমতার প্রকাশ মনে করে নারীর ওপর জুলুম করে, আবার অনেকে অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে। আল্লাহর এই ভারসাম্যপূর্ণ বিধান থেকে বিমুখতা সংসারে চরম অশান্তি ডেকে আনে।

নারীর অধিকার ও মোহরানা ফাঁকি দেওয়া: সূরা আন-নিসায় নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার ও বিয়ের মোহরানা সানন্দে পরিশোধ করার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে অনেক পরিবারে নারীর এই অধিকারগুলো হরণ করা হয়, যা আল্লাহর বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন এবং পারিবারিক কলহের মূল উৎস।

উত্তরাধিকার বন্টনে অন্যায়: এই সূরায় মিরাস বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নিখুঁত হিসেব আল্লাহ নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন কোনো পরিবার আল্লাহর এই বণ্টন নীতি অমান্য করে ভাই-বোন বা অন্য ওয়ারিশদের ঠকায়, তখন ভাইয়ে-ভাইয়ে শত্রুতা, মামলা-মোকদ্দমা এবং চিরতরে পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হওয়ার মতো বিপর্যয় ঘটে।

পারস্পরিক সমঝোতার অভাব: দাম্পত্য কলহ দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য আল্লাহ তাআলা দুই পরিবার থেকে সালিশ বা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের বিধান দিয়েছেন (আয়াত: ৩৫)। এই বিধান উপেক্ষা করে অহংকারবশত নিজেরা জেদ ধরে রাখলে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি শেষ পর্যন্ত বিবাহবিচ্ছেদের মতো বড় বিপর্যয়ে রূপ নেয়।

পারিবারিক বিপর্যয় রোধে কুরআনিক সমাধান

কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পারিবারিক বিপর্যয় থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা।

পারস্পরিক অধিকার সচেতনতা: স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার ও কর্তব্যগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করা।

তাকওয়া অর্জন: পরিবারে আল্লাহর ভয় বা 'তাকওয়া'র চর্চা করা, যা মানুষকে গোপনে বা প্রকাশ্যে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখে।

ক্ষমা ও সহনশীলতা: ছোটখাটো ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, যা সূরা আন-নিসায় বারবার নির্দেশ করা হয়েছে।

পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। এই এককের চালিকাশক্তি হতে হবে আল্লাহর বিধান। যখনই কোনো পরিবার আল্লাহর জিকির, নির্দেশ ও নৈতিক সীমারেখা থেকে বিমুখ হয়ে কেবল জাগতিক স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসারী হয়, তখনই সেখানে মানসিক অশান্তি, অবিশ্বাসের দেয়াল এবং চূড়ান্ত বিপর্যয় নেমে আসে।

জাহেলিয়াত যুগে নারীর অবস্থা বনাম ইসলামের সোনালী যুগে শিক্ষিত নারীর অবদান।

জাহেলিয়াত যুগে (ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে) নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত অবমাননাকর ও অধিকারবঞ্চিত। ইসলাম আগমনের পর নারীর মর্যাদা, শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার ও সামাজিক অংশগ্রহণে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। নিচে দুই যুগের তুলনামূলক আলোচনা দেওয়া হলো।

জাহেলিয়াত যুগে নারীর অবস্থা

জাহেলিয়াহ বলতে ইসলাম-পূর্ব আরবের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও সামাজিক অবক্ষয়ের সময়কে বোঝানো হয়।

১. কন্যা সন্তানকে অভিশাপ মনে করা

- ü কন্যা জন্মকে লজ্জা ও অপমান হিসেবে দেখা হতো।
- ü অনেক পরিবার জীবন্ত কন্যাশিশুকে মাটিতে পুঁতে ফেলত।

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,

بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

কি অপরাধে তাকে হত্য করা হল? (সুরা তাকভীর ৮-৯)

ü পবিত্র কুরআন-এ প্রথার কঠোর নিন্দা করা হয়েছে।

২. নারীর কোনো উত্তরাধিকার অধিকার ছিল না

ü নারীরা সম্পত্তির মালিক হতে পারত না।

ü স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকেও সম্পদের অংশ হিসেবে গণ্য করা হতো।

৩. নারীকে ভোগ্যপণ্য মনে করা

ü জোরপূর্বক বিয়ে, অসীম বহুবিবাহ ও নারীর প্রতি নির্যাতন ছিল সাধারণ ঘটনা।

ü নারীর মতামত বা সম্মতির মূল্য ছিল না।

৪. শিক্ষার সুযোগ ছিল প্রায় অনুপস্থিত

ü নারীদের শিক্ষিত করার কোনো সামাজিক উৎসাহ ছিল না।

ü জ্ঞানচর্চা পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিবাহ প্রথা: অভিজাত পরিবারে কিছুটা মর্যাদা থাকলেও সাধারণ সমাজে ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও পাশবিকতা প্রচলিত ছিল।

ইসলামের সোনালী যুগে নারীর মর্যাদা ও শিক্ষায় অগ্রগতি

ইসলামের সোনালী যুগে নারীরা শুধু মর্যাদা লাভই করেননি, বরং শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা, চিকিৎসা, সাহিত্য ও সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ইসলাম নারীদের মা, মেয়ে, স্ত্রী ও বোন হিসেবে সম্মান দিয়েছে। মায়ের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।

১. নারীর মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

ইসলাম ঘোষণা করে নারী ও পুরুষ উভয়ই মানবিক মর্যাদায় সমান।

ü নারীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়।

ü নারীদের উত্তরাধিকার অধিকার দেওয়া হয়।

ü শিক্ষা অর্জন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

২. শিক্ষিত নারীদের উত্থান

আয়েশা বিনতে আবু বকর

তিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারী আলেম।

হাজারের বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ফিকহ, চিকিৎসা, কবিতা ও ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রসিদ্ধ।
বহু সাহাবি তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।
i
ফাতিমা আল ফিহরি
তিনি বিশ্বের প্রাচীনতম চলমান বিশ্ববিদ্যালয় (আল-কারাউইন) প্রতিষ্ঠা করেন।
এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

রুফাইদা আল আসলামিয়া
তাঁকে ইসলামের প্রথম নার্স ও চিকিৎসাসেবিকা বলা হয়।
যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের চিকিৎসা করতেন।

জয়নাব বিনতে আল কামাল
তিনি ছিলেন বিখ্যাত হাদিস বিশারদ।
দূরদূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে আসতেন।

ইসলামের সোনালী যুগে নারীদের অবদানের ক্ষেত্র

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা
হাদিস, ফিকহ, ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।নারী শিক্ষকের কাছ থেকে পুরুষরাও শিক্ষা নিতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) ছিলেন হাদিস ও ফিকহের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার। তিনি বহু সাহাবি ও তাবেঈকে শিক্ষা দিয়েছেন।
চিকিৎসা ও সমাজসেবা
নারীরা চিকিৎসা ও সেবামূলক কাজে অংশ নিতেন।
যুদ্ধকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থায় নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
সাহিত্য ও সংস্কৃতি
কবিতা, ইতিহাস ও আরবি সাহিত্যে নারীরা অবদান রাখেন।
দানশীলতা ও প্রতিষ্ঠান গঠন
অনেক নারী মাদ্রাসা, মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।
সামাজিক নেতৃত্ব: নারীরা সমাজে দাওয়াত, শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রচারে সক্রিয় ছিলেন।

অধ্যায় ৫: পারিবারিক অবক্ষয়ের প্রভাব

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাব পরিবারে নৈতিক অবক্ষয়, সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনার ঘাটতি এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। শিক্ষিত মা পরিবারকে ইসলামী মূল্যবোধে গড়ে তুলতে সক্ষম, আর অশিক্ষিত মা প্রজন্মকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

📖 ইসলামি নারী শিক্ষার গুরুত্ব

কুরআন ও হাদিস: রাসূল ﷺ বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর ফরজ" (ইবনে মাজাহ)।

শিক্ষিত মা: শিক্ষিত মা মানেই শিক্ষিত সন্তান। পরিবারে ইসলামী নীতি-নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকা অপরিহার্য।

সামাজিক প্রভাব: নারীর শিক্ষা সমাজে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও ইতিবাচক চিন্তাধারা গড়ে তোলে।

শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের প্রভাব

নৈতিক শূন্যতা: ইসলামী শিক্ষা না থাকলে মা সন্তানকে সঠিক আদর্শে গড়ে তুলতে পারে না, ফলে পরিবারে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়।

সন্তান প্রতিপালনে দুর্বলতা: অশিক্ষিত মা সন্তানকে ইসলামী মূল্যবোধ শেখাতে ব্যর্থ হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে।

সামাজিক অস্থিরতা: পরিবারে ইসলামী শিক্ষা না থাকলে সমাজে অপরাধ, অবক্ষয় ও অশান্তি বৃদ্ধি পায়।

দাম্পত্য জীবনে সমস্যা: ইসলামী জ্ঞান না থাকলে নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক সম্মান কমে যায়।

সন্তানদের ওপর পারপারিবারিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে সন্তানদের ওপর, কারণ পরিবারই তাদের প্রথম বিদ্যালয়। যখন পরিবারে ইসলামী নীতি-নৈতিকতা দুর্বল

হয়, তখন সন্তানরা সঠিক আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয় এবং সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সন্তানদের ওপর প্রভাব

নৈতিক দুর্বলতা: পরিবারে ইসলামী শিক্ষা না থাকলে সন্তানরা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে না।

আচরণগত সমস্যা: অবক্ষয়গ্রস্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুরা অবাধ্য, আক্রমণাত্মক বা দায়িত্বহীন হয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ: মা-বাবার সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকলে সন্তানরা পড়াশোনায় আগ্রহ হারায়।

সামাজিক বিচ্যুতি: ইসলামী মূল্যবোধের অভাবে তারা মাদক, অপরাধ বা অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়তে পারে।

মানসিক অস্থিরতা: পারিবারিক কলহ ও অবক্ষয় শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সামাজিক অবক্ষয়: বিবাহবিচ্ছেদ (তালাক), পরকীয়া এবং নৈতিক স্খলন বৃদ্ধি।

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাব সমাজে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। যখন নারীরা ইসলামের সঠিক শিক্ষা, নৈতিকতা ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে না, তখন পরিবার ও সমাজে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। এর ফল হিসেবে বিবাহবিচ্ছেদ (তালাক), পরকীয়া এবং নৈতিক স্খলনের মতো সমস্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইসলামে নারী শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ। শিক্ষিত নারী শুধু নিজের চরিত্র গঠনই করেন না, বরং একটি আদর্শ পরিবার ও সুশিক্ষিত প্রজন্ম গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

নারী শিক্ষার অভাবে যে সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিতে পারে:

বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি:

দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক অধিকার, দায়িত্ব, ধৈর্য ও সহমর্মিতা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকলে ছোট সমস্যাও বড় সংঘাতে রূপ নেয়। ফলে তালাকের হার বাড়তে পারে।একটি সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জানা জরুরি, যা ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা: ইসলামি শিক্ষা স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি সদয় হতে এবং স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করার (ন্যায্য বিষয়ে) নির্দেশ দেয়। এই শিক্ষার অভাবে দাম্পত্য জীবনে অহংকার, পরশ্রীকাতরতা এবং ধৈর্যের অভাব দেখা দেয়।

ক্ষমা ও সহনশীলতার অভাব: সামান্য পারিবারিক কলহ বা মতপার্থক্য হলেই আধুনিক সমাজে ইগো বা অহংবোধের কারণে তা তালাক পর্যন্ত গড়ায়। ইসলাম যেখানে ধৈর্য ধারণ এবং আপস-মীমাংসার ওপর জোর দেয়, সঠিক শিক্ষার অভাবে দম্পতিরা সেই পথ অবলম্বন করতে পারে না।

পরকীয়া ও অনৈতিক সম্পর্ক:
ইসলামি মূল্যবোধ ও আত্মসংযমের শিক্ষা দুর্বল হলে মানুষ সহজেই কুপ্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও আধুনিক প্রলোভনের যুগে নৈতিক শিক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।ইসলামে বিবাহ-বহির্ভূত যেকোনো সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং লৌকিক জীবনের পবিত্রতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সীমা লঙ্ঘন (হুদুদ): ইসলামি শিক্ষার অভাবের কারণে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই 'মহরাম' (যাদের সাথে দেখা করা জায়েজ) এবং 'গাইরে মহরাম' (যাদের সাথে দেখা করা নিষেধ) এর পর্দা সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘনের প্রবণতা বাড়ে।

ডিজিটাল মাধ্যমের অপব্যবহার: অবাধ মেলামেশা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার অনেক সময় পরকীয়ার দিকে ঠেলে দেয়। দ্বীনি শিক্ষা ও আল্লাহর ভীতি থাকলে মানুষ এই ধরনের প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে।

নৈতিক স্খলন:
শালীনতা, সততা, পারিবারিক বন্ধন ও ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সমাজে অশ্লীলতা, প্রতারণা ও দায়িত্বহীনতা বৃদ্ধি পায়।ইসলামি শিক্ষার মূল ভিত্তি হলো আধ্যাত্মিকতা, আত্মশুদ্ধি এবং নৈতিকতা।

মূল্যবোধের অভাব: ইসলামি শিক্ষার অভাবে একজন মানুষ তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, হালাল-হারামের পার্থক্য এবং জবাবদিহিতার অনুভূতি হারিয়ে ফেলে।

অপসংস্কৃতির প্রভাব: সঠিক দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে পশ্চিমা বা আকাশ সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকগুলো সহজেই নারীদের (এবং সামগ্রিকভাবে পরিবারকে) প্রভাবিত করে। ফলে শালীনতা, পর্দা এবং লোকলজ্জার মতো গুণাবলি লোপ পায়, যা সামাজিক অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে

নারীদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করার অর্থ হলো একটি পুরো প্রজন্মকে সুরক্ষিত করা। কারণ একজন শিক্ষিত মা-ই পারেন একটি আদর্শ, নৈতিকতা সম্পন্ন এবং ভাঙনমুক্ত পরিবার উপহার দিতে। সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষার চর্চা বাড়ানো অপরিহার্য।

অধ্যায় ৬: প্রতিকার ও সমাধান (কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে)

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পরিবারে যে অবক্ষয়, ভাঙন এবং নৈতিক স্খলন দেখা দেয়, তা থেকে মুক্তির জন্য কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট। ইসলাম কেবল সমস্যার কথাই বলে না, বরং তার নিখুঁত ও স্থায়ী সমাধানও প্রদান করে।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পারিবারিক অবক্ষয় রোধ এবং নারী শিক্ষার প্রসারে মূল প্রতিকার ও সমাধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. দ্বীনি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া
পারিবারিক অবক্ষয় দূর করার প্রথম পদক্ষেপ হলো নারীদের জন্য ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
কুরআনের নির্দেশনা: আল্লাহ তাআলা বলেন:
"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন (জাহান্নাম) থেকে..." يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (সূরা আত-তাহরীম: ৬)
পরিবারকে জাহান্নাম ও দুনিয়ার পঙ্কিলতা থেকে বাঁচাতে হলে দ্বীনি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

সুন্নাহর নির্দেশনা: রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ দিন নির্ধারণ করতেন। তিনি বলেছেন:
"যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাকে উত্তম শিষ্টাচার (দ্বীনি শিক্ষা) শেখাবে ও দয়া করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (সহীহ বুখারী)

২. দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সচেতনতা
বিবাহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক কলহ দূর করতে কুরআন ও সুন্নাহ নারী-পুরুষ উভয়কে তাদের দায়িত্বের প্রতি সচেতন করে।

ধৈর্য ও সমঝোতা: কুরআনে স্বামীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের:

"...এবং তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (সূরা আন-নিসা: ১৯)

আনুগত্য ও মর্যাদা: সুন্নাহ অনুযায়ী, একজন দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত নারী জানেন স্বামীর হক কী এবং একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে তার ভূমিকা কী। রাসূল (সা.) বলেছেন, "শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো একজন পুণ্যবতী (নেককার) স্ত্রী।" (সহীহ মুসলিম)

৩. পরকীয়া ও নৈতিক স্খলন রোধে 'হিজাব' ও 'নজর' নিয়ন্ত্রণ
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার এবং অবাধ মেলামেশার কারণে সৃষ্ট পরকীয়া বন্ধে ইসলামের বিধান মেনে চলা আবশ্যক।

দৃষ্টির হেফাজত ও পর্দা: আল্লাহ তাআলা কুরআনে নারী ও পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখার এবং নারীদের পর্দা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন:
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
"মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে..." (সূরা আন-নূর: ৩১)

একাকীত্ব বর্জন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো পুরুষ যেন কোনো (গাইরে-মাহরাম) নারীর সাথে একান্তে মিলিত না হয়, কেননা তখন তৃতীয়জন হিসেবে শয়তান উপস্থিত থাকে।" (জামে আত-তিরমিযী) দ্বীনি শিক্ষা নারীদের এই সীমারেখা বজায় রাখতে শেখায়।
কুরআন ও সুন্নাহর এই আদর্শগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া জরুরি:
১। পারিবারিক মক্তব চালু: প্রতিদিন ঘরে অন্তত কিছু সময় কুরআন, হাদিস এবং ইসলামি অনুশাসন (হালাল-হারাম) নিয়ে সপরিবারে আলোচনার অভ্যাস করা।

২। প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সিলিং : বিয়ের পূর্বে ছেলে ও মেয়ে উভয়কে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী দাম্পত্য জীবনের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বাধ্যতামূলক দ্বীনি জ্ঞান দেওয়া।

৩। নারীদের জন্য নিরাপদ দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ : পর্দা ও শালীনতা বজায় রেখে নারীদের জন্য উচ্চতর ইসলামি শিক্ষা (যেমন: আলিয়া/কওমি মাদ্রাসা বা নির্ভরযোগ্য অনলাইন কোর্স) সহজলভ্য করা।

৪। আদর্শ মা হিসেবে গড়ে তোলা : সন্তান লালন-পালনে ইসলামের সোনালী ইতিহাস ও নবীদের জীবনী নারীদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা পরবর্তী প্রজন্মকে নৈতিকভাবে গড়ে তুলতে পারেন।

পারিবারিক অবক্ষয় রোধে প্রতিকার (তাফসীর ইবনে কাসীরের আলোকে)

এই অবক্ষয় থেকে মুক্তির জন্য তাফসীর ইবনে কাসীরে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বেশ কিছু কার্যকরী প্রতিকার নির্দেশ করা হয়েছে:

ক) নারীর জন্য বুনিয়াদি দ্বীনী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।" ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে স্পষ্ট করেছেন যে, এই জ্ঞান কেবল পুরুষদের জন্য নয়। নারীদের আকিদা, ইবাদত, এবং পারিবারিক জীবনের মাসআলা-মাসায়েল জানা অত্যন্ত জরুরি। পরিবারে নারীদের জন্য দ্বীনী বই পড়া এবং কুরআন-হাদীস শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) পারস্পরিক সদাচরণ ও সহানুভূতি (মুআশারাত বিল মা'রুফ)

সূরা আন-নিসার ১৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: "এবং তোমরা তাদের (নারীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"

ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পুরুষদের উচিত নারীদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলা, তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করা এবং দ্বীন শেখার ব্যাপারে সহযোগিতা করা। অন্যদিকে নারীদেরও স্বামীর আনুগত্য করার শিক্ষা দিতে হবে। এই পারস্পরিক সমঝোতাই পারিবারিক অবক্ষয় রোধের মূল চাবিকাঠি।

গ) আদর্শ মা হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা

সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য মায়েদের সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফদের জীবনী থেকে শিক্ষা নিতে হবে। ইবনে কাসীর সূরা আল-ইমরানে মারিয়াম (আ.)-এর মাতা এবং সূরা কাসাসে মূসা (আ.)-এর মাতার ঈমানী ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। মায়েদের

বুঝতে হবে যে, তাদের প্রধান দায়িত্ব হলো একটি ঈমানদার প্রজন্ম গড়ে তোলা, যা কেবল সঠিক ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব।

ঘ) পর্দা ও শালীনতার অনুশীলন

পারিবারিক শান্তি ও পবিত্রতা বজায় রাখতে ঘরের ভেতর ও বাইরে আল্লাহর নির্ধারিত পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে। এটি পরিবারকে পরকীয়া ও সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখে। ইবনে কাসীর সূরা নূর ও সূরা আহযাবের পর্দা সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় একে নারীর মর্যাদা ও পারিবারিক নিরাপত্তার ঢাল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

তাফসীর ইবনে কাসীরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, **ইসলামী নারী শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং একটি আদর্শ ও সুশৃঙ্খল পরিবার গঠনের প্রধান ভিত্তি।** নারীদের দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করার অর্থ হলো একটি গোটা প্রজন্মকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। তাই পারিবারিক ভাঙন ও নৈতিক বিপর্যয় রোধে প্রতিটি ঘরে ঘরে নারীদের সঠিক ইসলামী শিক্ষা ও নৈতিক তরবিয়ত নিশ্চিত করা সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

আদর্শ শিক্ষানীতি: পরিবারে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা।

আদর্শ শিক্ষানীতি বলতে বোঝায় এমন একটি নীতি যা পরিবারকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি হলে সন্তানরা ছোটবেলা থেকেই সঠিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে।

❀ আদর্শ শিক্ষানীতির মূল দিকসমূহ

ধর্মীয় শিক্ষা: কুরআন তিলাওয়াত, হাদিস শিক্ষা, নামাজের অভ্যাস ও ইসলামী আদর্শের চর্চা পরিবারে শুরু হওয়া উচিত।

নৈতিক শিক্ষা: সততা, দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা ও পরোপকারিতা শেখানো জরুরি।

মাতৃ ভূমিকা: মা সন্তানদের প্রথম শিক্ষক। শিক্ষিত মা পরিবারে নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

পারিবারিক পরিবেশ: পরিবারে আলোচনা, গল্প বলা, ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলা যায়।

শিক্ষানীতি প্রয়োগ: বিদ্যালয় ও পরিবারকে একসাথে কাজ করতে হবে যাতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সমানভাবে গুরুত্ব পায়।
পরিবার হলো শিশুর প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাবা-মা তার প্রথম শিক্ষক। তাই আদর্শ শিক্ষানীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিবারে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিশুর চরিত্র, মূল্যবোধ, আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি পরিবারেই স্থাপিত হয়।

ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্ববোধ, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি ও আত্মসংযমের গুণাবলি বিকাশ করে। অন্যদিকে নৈতিক শিক্ষা সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে।

পরিবারে নিয়মিত ধর্মীয় অনুশীলন, নৈতিক গল্প আলোচনা, ভালো কাজের উৎসাহ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা শিশুর মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাবা-মায়ের আদর্শ আচরণও সন্তানদের জন্য কার্যকর শিক্ষার মাধ্যম, কারণ শিশুরা কথা থেকে বেশি কাজ দেখে শেখে।

অতএব, পরিবারে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হলে সৎ, দায়িত্বশীল ও আদর্শ নাগরিক গড়ে উঠবে, যা একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

সুন্নাহভিত্তিক দাম্পত্য জীবন: নবীজি (সা.)-এর পারিবারিক জীবনের আদর্শ অনুসরণ।
সুন্নাহভিত্তিক দাম্পত্য জীবন হলো এমন একটি পারিবারিক ব্যবস্থা, যা মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা, চরিত্র ও পারিবারিক আদর্শ অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। নবীজি (সা.) ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, যিনি ভালোবাসা, দয়া, সম্মান, ন্যায়বিচার ও দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করতেন, তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন এবং পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করতেন। তিনি বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি

উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।” এই শিক্ষা দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সম্মান ও সৌহার্দ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে।

সুন্নাহভিত্তিক দাম্পত্য জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো—

১. পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিত্তি হবে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা। একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা সুন্নাহসম্মত দাম্পত্য জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২. সম্মান ও মর্যাদা প্রদান

উভয়ে একে অপরের অধিকার, ব্যক্তিত্ব ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। পারস্পরিক সম্মান সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ় করে।

৩. ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা

সংসারে মতভেদ ও ভুল-ত্রুটি থাকতেই পারে। এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ এবং ক্ষমা করার মানসিকতা পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৪. দায়িত্বশীলতা ও ন্যায়বিচার

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে এবং পরস্পরের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে।

৫. পরামর্শ ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত

গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। এতে ভুল বোঝাবুঝি কমে এবং সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।

৬. ধর্মীয় চর্চায় সহযোগিতা

নামাজ, কুরআন অধ্যয়ন, দোয়া এবং অন্যান্য নেক কাজে একে অপরকে উৎসাহিত করা একটি আদর্শ মুসলিম পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

সুন্নাহভিত্তিক দাম্পত্য জীবন পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দৃঢ় হয়, সন্তানরা সুন্দর পরিবেশে বেড়ে ওঠে এবং সমাজে নৈতিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ সুসংহত হয়। তাই সুখী ও সফল পরিবার গঠনের জন্য নবীজি (সা.)-এর পারিবারিক আদর্শ অনুসরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নবীজি ﷺ-এর পারিবারিক জীবনের আদর্শ

- **ভালোবাসা ও সহমর্মিতা:** তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতেন, তাদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতেন এবং ভালোবাসা প্রকাশ করতেন।
- **ন্যায়পরায়ণতা:** একাধিক স্ত্রী থাকার পরও তিনি সবার প্রতি সমান আচরণ করতেন, যা দাম্পত্য জীবনে ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ।
- **গৃহস্থালি কাজে অংশগ্রহণ:** তিনি গৃহস্থালি কাজে সাহায্য করতেন, যা পরিবারে সহযোগিতা ও সম্মানের পরিবেশ তৈরি করে।
- **ধর্মীয় শিক্ষা:** তিনি পরিবারে কুরআন ও ইসলামী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতেন, যাতে সন্তানরা নৈতিকভাবে গড়ে ওঠে।
- **সম্মান ও মর্যাদা:** স্ত্রীদের সম্মান দিতেন, তাদের মতামত শুনতেন এবং মর্যাদা রক্ষা করতেন।

সুন্নাহভিত্তিক দাম্পত্য জীবনের শিক্ষা

- দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মান বজায় রাখা।
- গৃহস্থালি কাজে সহযোগিতা করা।
- সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় মনোযোগী হওয়া।
- ন্যায়পরায়ণতা ও সততার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

এভাবে নবীজি ﷺ-এর আদর্শ অনুসরণ করলে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাউন্সেলিং ও ধৈর্য: বিবাদের সময় কুরআন নির্দেশিত পন্থায় মীমাংসা করা।
কুরআন বিবাদের সময় ধৈর্য ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষভাবে সূরা হুজুরাতের আয়াত ৯-১০ এ বলা হয়েছে, মুমিনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে ন্যায়ভিত্তিক শান্তি স্থাপন করতে হবে এবং ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে হবে।

কুরআনের আয়াতসমূহ

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর যদি তাদের একদল অন্যায় করে, তবে তোমরা সেই অন্যায়কারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশে ফিরে আসে। আর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।” সূরা হুজুরাত 49:9

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।” সূরা হুজুরাত 49:10

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

“কোনো নারী যদি তার স্বামীর পক্ষ থেকে দুর্ব্যবহার বা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা পরস্পর মীমাংসা করে নিলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আর আপস নিষ্পত্তিই উত্তম।” সূরা নিসা 4:128

❀ কুরআনের নির্দেশিত পন্থা

ধৈর্য: বিবাদের সময় রাগ নিয়ন্ত্রণ করে ধৈর্য ধারণ করা।

ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা: পক্ষপাতিত্ব ছাড়া উভয় পক্ষের কথা শুনে ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাধান করা।

ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখা: মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক পুনর্গঠন করা।

শান্তিপূর্ণ সমাধান: প্রতিশোধ নয়, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মীমাংসা।

❀ হাদিসের আলোকে

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“আমি কি তোমাদের নামাজ, রোজা ও সদকা থেকেও উত্তম আমল সম্পর্কে বলব না? তা হলো মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া।” (তিরমিজি, হাদিস: ২৫০৯)

প্রয়োজনে দুজনের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ভালো কথা পৌঁছে দেওয়া বা কিছুটা মিথ্যা মিশ্রিত কথা বলার অনুমতি আছে। (বুখারি, হাদিস: ২৬৯২)

কুরআন ও হাদিস উভয়ই শেখায় যে বিবাদের সময় ধৈর্য ধারণ, ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা, ভ্রাতৃত্ব রক্ষা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সর্বোত্তম পথ।

মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার: ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন কন্টেন্ট চর্চা করা

বর্তমান যুগে মিডিয়া মানুষের চিন্তা, আচরণ ও জীবনধারার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন কন্টেন্ট চর্চা করলে ব্যক্তি নৈতিক শিক্ষা, মানবিক গুণাবলি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ পায়। ধর্মীয় আলোচনা, শিক্ষামূলক ভিডিও, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা এবং নৈতিক গল্প মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

এ ধরনের কন্টেন্ট নিয়মিত অনুসরণ করলে সত্যবাদিতা, সততা, সহমর্মিতা, দায়িত্ববোধ ও পরোপকারের মতো গুণাবলি বিকশিত হয়। পাশাপাশি অশ্লীলতা, ভ্রান্ত তথ্য ও নেতিবাচক প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। তাই সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য মিডিয়ায় ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন কন্টেন্টকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

কুরআনের আলোকে মিডিয়ার ব্যবহার

সত্য প্রচার: কুরআন বলে, "সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিও না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।" (সূরা বাকারা 2:42) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

সুন্দর উপদেশ: "তুমি মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বল।" (সূরা বাকারা 2:83)

অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা: "নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীলতা, অন্যায় ও জুলুমকে নিষেধ করেছেন।" (সূরা নাহল 16:90) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ

সৎকর্মে উৎসাহ: মিডিয়া যেন মানুষকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখে।

- ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন কন্টেন্টের উদাহরণ

ইসলামি শিক্ষা: কুরআন ও হাদিসের আলোকে জ্ঞান প্রচার।

নৈতিক গল্প: শিশু ও তরুণদের জন্য নৈতিকতা শেখানো গল্প।

সামাজিক সচেতনতা: দান, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব ও মানবিকতার বার্তা।
আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা: দোয়া, জিকির, কুরআনের তিলাওয়াত প্রচার।

ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন কন্টেন্টে শান্তিপূর্ণ রঙ, কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি, প্রকৃতির দৃশ্য (যেমন সূর্যোদয়, নদী, বৃক্ষ) ব্যবহার করা যায়। এগুলো দর্শকের মনে প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিকতা জাগায়।

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণ: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং একে অপরের পরিপূরক হওয়া।

পরিবার মানুষের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও সুখী পরিবার গড়ে ওঠে সদস্যদের পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্মান, দায়িত্ববোধ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং একে অপরের পরিপূরক হওয়া পারিবারিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব

পারস্পরিক যোগাযোগ বজায় রাখা: আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া, দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করা সম্পর্ককে গভীর করে।
সহমর্মিতা ও সহযোগিতা: পরিবারের কোনো সদস্য বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানো এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা পারিবারিক ঐক্যকে শক্তিশালী করে।
ক্ষমাশীলতা ও সহনশীলতা: ছোটখাটো ভুল-বোঝাবুঝি বা মতপার্থক্যকে বড় না করে ক্ষমার মনোভাব ধারণ করলে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়।
সম্মান ও সৌজন্য বজায় রাখা: বয়স, অবস্থান বা মতের ভিন্নতা থাকলেও একে অপরকে সম্মান করা সুসম্পর্কের ভিত্তি।

একে অপরের পরিপূরক হওয়ার উপায়

দায়িত্ব ভাগাভাগি করা: পরিবারের কাজ ও দায়িত্ব সবাই মিলে পালন করলে চাপ কমে এবং পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।
একজনের দুর্বলতায় অন্যজনের শক্তি হওয়া: পরিবারের সদস্যদের সীমাবদ্ধতা বা সমস্যার সময়ে সহযোগিতা ও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

পরামর্শ ও মানসিক সমর্থন দেওয়া: জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা কঠিন সময়ে পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়।
সাফল্যে উৎসাহ দেওয়া: একজনের অর্জনে অন্যরা আনন্দিত হওয়া এবং উৎসাহ প্রদান করলে পারিবারিক বন্ধন আরও মজবুত হয়।
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং একে অপরের পরিপূরক হওয়ার মানসিকতা পরিবারে ভালোবাসা, বিশ্বাস ও ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে। পারিবারিক বন্ধন যত দৃঢ় হবে, ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই তত বেশি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ হবে। তাই প্রত্যেকের উচিত পারিবারিক সম্পর্ককে মূল্য দেওয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সুসংহত পরিবার গড়ে তোলা।

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা, আন্তরিকতা এবং একে অপরকে পরিপূরক করার মানসিকতা। নিচে ধাপে ধাপে কিছু কার্যকরী পরামর্শ দেওয়া হলো যা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও উন্নত করতে সাহায্য করবে:
1.সময় দেওয়া
পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানো সম্পর্ককে গভীর করে।
· নিয়মিত একসাথে খাওয়া বা আড্ডা দেওয়া
· ছোট ছোট মুহূর্ত ভাগাভাগি করা
· উৎসব ও বিশেষ দিনে একত্র হওয়া

02.খোলামেলা যোগাযোগ
সৎভাবে কথা বলা ভুল বোঝাবুঝি কমায়।
বলুন: "তোমার অনুভূতি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি শুনতে চাই।"

· অভিযোগ না করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করুন
· অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন
· সমস্যার সমাধানে একসাথে কাজ করুন

03.সহানুভূতি ও সহযোগিতা
একজনের দুর্বলতা অন্যজনের শক্তি দিয়ে পূরণ করা সম্পর্ককে ভারসাম্যপূর্ণ করে।

- প্রয়োজনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসুন
- দায়িত্ব ভাগাভাগি করুন
- একে অপরের সাফল্যে আনন্দিত হোন

04.সম্মান বজায় রাখা

প্রত্যেকের মতামত ও ব্যক্তিত্বকে সম্মান করা সম্পর্ককে টেকসই করে।

- মতভেদ হলেও সম্মান দেখান
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করুন
- সমালোচনার বদলে উৎসাহ দিন

কুরআন ও হাদিসে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণের মূল শিক্ষা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, একে অপরের দায়িত্ব পালন করা এবং পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠা। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, আর নবী করীম ﷺ পরিবারে ভালোবাসা, দয়া ও সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

🕮 কুরআনের নির্দেশনা

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা

আল্লাহ বলেন: "আর আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে কিছু চাও, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না।" وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (সূরা নিসা: ১)

→ এখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখাকে ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পারিবারিক দায়িত্ব

"পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" (সূরা নিসা: ৩৪)

→ পরিবারে দায়িত্ব বণ্টন ও সহযোগিতার গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

সদাচরণ ও দয়া

"তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ করো।" (সূরা নিসা: ১৯)

→ স্ত্রী ও পরিবারের প্রতি দয়া ও ভালো আচরণকে আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

🕌 হাদিসের শিক্ষা

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

রাসূল ﷺ বলেছেন: "যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহ তার রিজিক বৃদ্ধি করেন এবং আয়ু দীর্ঘ করেন।" (বুখারি, মুসলিম)

পরিবারে দয়া ও ভালোবাসা

নবী ﷺ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।" (তিরমিজি)

সহযোগিতা ও দায়িত্ব

তিনি আরও বলেছেন: "প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (বুখারি, মুসলিম)

ইসলামি নারী শিক্ষার প্রসার

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অনুযায়ী, শিক্ষা মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটায়। তাই ইসলামি সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার শুধু একটি সামাজিক প্রয়োজন নয়, বরং একটি ধর্মীয় দায়িত্বও।

নারী শিক্ষার প্রসারে ইসলামের অবদান

১. জ্ঞানার্জনের অধিকার নিশ্চিতকরণ — ইসলাম নারীদের শিক্ষালাভের অধিকার স্বীকার করেছে।

২. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা — নারীদের ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩. শিক্ষাদানের সুযোগ — ইতিহাসে বহু মুসলিম নারী শিক্ষক, আলিম ও গবেষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

৪. সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ — শিক্ষিত নারীরা পরিবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার প্রসার

বর্তমানে ইসলামি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীরা উচ্চশিক্ষা অর্জন করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইসলামি মূল্যবোধ বজায় রেখে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা ও অন্যান্য পেশাগত ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলাম নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করে এবং জ্ঞান অর্জনকে মানবকল্যাণের অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামি ইতিহাসে নারীদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই ইসলামি আদর্শ অনুসরণ করে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো হলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।

পরিবারভিত্তিক ইসলামি শিক্ষা

পরিবার হলো শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয়। ইসলামি শিক্ষার মূল ভিত্তি পরিবারেই গড়ে ওঠে। পরিবারভিত্তিক ইসলামি শিক্ষা বলতে বোঝায় এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে বাবা-মা ও পরিবারের সদস্যরা সন্তানদের ইসলামের বিশ্বাস, ইবাদত, নৈতিকতা, আচার-আচরণ এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং নিজেরাও তা অনুসরণ করে আদর্শ স্থাপন করেন।

পরিবারভিত্তিক ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব

১. ঈমান ও আকিদা গঠন

শিশুর মনে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, নবীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ইসলামের মৌলিক আকিদা প্রতিষ্ঠায় পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. নৈতিক চরিত্র গঠন

সত্যবাদিতা, আমানতদারি, নম্রতা, ধৈর্য, সহমর্মিতা ও শিষ্টাচার পরিবারের মাধ্যমেই শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়।

৩. ইবাদতের অভ্যাস সৃষ্টি

নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া, রোজা এবং অন্যান্য ইবাদতের প্রতি আগ্রহ পরিবার থেকেই তৈরি হয়।

৪. ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চর্চা

পারিবারিক পরিবেশে ইসলামি আদব-কায়দা, সালাম বিনিময়, বড়দের সম্মান এবং ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

পরিবারভিত্তিক ইসলামি শিক্ষার উপায়

* নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থ বোঝার চেষ্টা করা।
* পরিবারে ইসলামি আলোচনা ও শিক্ষামূলক আসরের আয়োজন করা।
* শিশুদের নবী-রাসূল ও সাহাবিদের জীবনী শোনানো।
* দৈনন্দিন জীবনে ইসলামি আদর্শ অনুসরণের অনুশীলন করানো।
* সন্তানদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া এবং ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দেওয়া।
* প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে উপকারী ইসলামি জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা।

বাবা-মায়ের দায়িত্ব

ইসলামে বাবা-মাকে সন্তানের প্রথম শিক্ষক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁদের দায়িত্ব হলো সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা, উত্তম চরিত্র গঠনে সহায়তা করা এবং এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেখানে ইসলামের শিক্ষা বাস্তব জীবনে অনুশীলিত হয়।

পরিবারভিত্তিক ইসলামি শিক্ষার ফলাফল

* নৈতিক ও আদর্শবান মানুষ গড়ে ওঠে।
* পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।
* সামাজিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।
* ধর্মীয় সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়।
* সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিবারভিত্তিক ইসলামি শিক্ষা একটি সুশিক্ষিত, নৈতিক ও দায়িত্বশীল প্রজন্ম গঠনের অন্যতম মাধ্যম। পরিবারে ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধের চর্চা যত বেশি হবে, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ তত বেশি কল্যাণ ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যাবে।

নারী শিক্ষার মাধ্যমে পারিবারিক মূল্যবোধ পুনর্গঠনের উপায় খুঁজে বের করা
নারী শিক্ষার মাধ্যমে পারিবারিক মূল্যবোধ পুনর্গঠনের বিষয়টি কুরআন ও হাদিসে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। ইসলাম নারীকে জ্ঞানার্জনের অধিকার দিয়েছে এবং শিক্ষাকে পরিবার ও সমাজের উন্নতির মূল চাবিকাঠি হিসেবে দেখিয়েছে।

📖 কুরআনের আলোকে
জ্ঞানার্জনের নির্দেশ: আল্লাহ বলেন — "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন" (সূরা আল-আলাক 96:1)। এই আয়াত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশনা।
নারীর মর্যাদা: কুরআনে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও যে ব্যক্তি অজ্ঞ, তারা কি সমান হতে পারে?" (সূরা আয-যুমার 39:9)। শিক্ষিত নারী পরিবারে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।
সন্তান লালনপালন: কুরআন সন্তানদের সঠিক দিকনির্দেশনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষিত মা সন্তানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে পারেন।
সূরা লুকমান: লুকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দেন — আল্লাহর একত্ববাদ, নামাজ প্রতিষ্ঠা, ধৈর্য ও নৈতিকতা। শিক্ষিত মা-বাবা সন্তানদের একইভাবে ইসলামী মূল্যবোধ শেখাতে পারেন।
সূরা লুকমান পরিবারে মূল্যবোধ পুনর্গঠনের জন্য একটি অসাধারণ দিকনির্দেশনা। এখানে লুকমান (আ.) তাঁর ছেলেকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা ইসলামী পরিবারে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি স্থাপন করে।

📖 সূরা লুকমানের শিক্ষা
1. আল্লাহর একত্ববাদ
লুকমান তাঁর ছেলেকে বলেছেন: "হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহাপাপ।" وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (লুকমান 31:13)
পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধের প্রথম ভিত্তি হলো তাওহীদ।

2. পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব

“আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি।” وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ (লুকমান 31:14)

শিক্ষিত মা-বাবা সন্তানদের দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধা শেখান।

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ

3. নামাজ প্রতিষ্ঠা

“হে আমার ছেলে! নামাজ কায়েম করো।” (লুকমান 31:17)

পরিবারে নামাজের শিক্ষা নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা গড়ে তোলে।

4. সৎকাজে উৎসাহ ও অসৎকাজে নিষেধ

“সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো।” (লুকমান 31:17)

শিক্ষিত নারী পরিবারে সন্তানদের সৎকাজে উৎসাহিত করেন।

5. ধৈর্য ধারণ

“তোমার উপর যা বিপদ আসে, তাতে ধৈর্য ধারণ করো।” (লুকমান 31:17)

পরিবারে ধৈর্য ও সহনশীলতা মূল্যবোধ পুনর্গঠনের মূল চাবিকাঠি।

6. আচরণ ও বিনয়

“মানুষের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে অহংকার করে চলো না।” وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (লুকমান 31:18)

বিনয়ী আচরণ পরিবারে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা করে।

🍸 বাস্তব প্রয়োগ

নারী শিক্ষা: শিক্ষিত মা সূরা লুকমানের শিক্ষাগুলো সন্তানদের শেখাতে পারেন।

পারিবারিক মূল্যবোধ: তাওহীদ, নামাজ, ধৈর্য ও বিনয় পরিবারে ইসলামী পরিবেশ তৈরি করে।

সামাজিক প্রভাব: পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা হলে সমাজেও নৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ে।

সূরা লুকমানের শিক্ষা নারী শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধ পুনর্গঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা।

হাদিসের আলোকে

শিক্ষা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা: রাসূল ﷺ বলেছেন — "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ" (ইবনে মাজাহ)। এখানে নারী-পুরুষ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মায়ের ভূমিকা: হাদিসে এসেছে — "জান্নাত তোমার মায়ের পদতলে" (নাসায়ী)। অর্থাৎ মায়ের শিক্ষিত ও নৈতিক জীবন পরিবারে জান্নাতের পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

পরিবারে উত্তম আচরণ: রাসূল ﷺ বলেছেন — "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম" (তিরমিজি)। শিক্ষিত নারী পরিবারে ভালোবাসা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেন।

নারীর প্রতি সম্মান

রাসূল ﷺ নারীদের প্রতি সদাচরণ ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন: "নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো" (বুখারি ও মুসলিম)

পরিবারের রক্ষক

রাসূল ﷺ বলেছেন: "নারী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক এবং সে তার দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করবে।" (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

অর্থাৎ নারী পরিবারে শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত।

সন্তান লালন পালন

হাদিসে এসেছে: "প্রত্যেক তোমরা দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেক তোমরা তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।" (সহিহ বুখারি)

শিক্ষিত মা সন্তানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলেন এবং তাদের নৈতিক চরিত্র নির্মাণ করেন।

পুনর্গঠনের বাস্তব উপায়

নারী শিক্ষার প্রসার: মেয়েদের প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা।

ধর্মীয় শিক্ষা: কুরআন-হাদিসের শিক্ষা নারীদের চরিত্র গঠনে সহায়ক।

নৈতিক শিক্ষা: সততা, দায়িত্ববোধ ও মানবিকতা শেখানো।

সন্তান লালনপালন: শিক্ষিত মা সন্তানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলেন।রিবারিক দায়িত্ববোধ: শিক্ষিত নারী পরিবারে দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতা বজায় রাখেন।

পারিবারিক দায়িত্ববোধ: শিক্ষিত নারী পরিবারে দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতা বজায় রাখেন।

সামাজিক নেতৃত্ব: শিক্ষিত নারী সমাজে নেতৃত্ব দিয়ে পারিবারিক মূল্যবোধকে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেন।নের বাস্তব উপায়

অধ্যায় ৭: গবেষণার সারসংক্ষেপ

ইসলামী নারী শিক্ষার অভাব বর্তমান সমাজে পারিবারিক অবক্ষয়ের অন্যতম একটি প্রধান কারণ। পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি, আর একজন নারী হলেন সেই ভিত্তির প্রধান চালিকাশক্তি। নিচে এই বিষয়ের কারণ, প্রতিকার তুলে ধরা হলো:

সারসংক্ষেপ: কারণ ও প্রতিকার

১. পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণসমূহ

নৈতিক ও দ্বীনি মূল্যবোধের অভাব: একজন মা যদি ইসলামী আদর্শ, হালাল-হারাম এবং তাকওয়া (আল্লাহভীতি) সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন, তবে সন্তানদের মধ্যে মৌলিক নৈতিকতা গড়ে ওঠে না। ফলে পরিবারে অবাধ্যতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা: ইসলামী শিক্ষার অভাবে নারীরা যেমন তাদের শরীয়তসম্মত অধিকার (যেমন- মোহরানা, সম্মান, ভরণপোষণ) সম্পর্কে জানতে পারেন না, তেমনি স্বামীর আনুগত্য এবং সংসারের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও উদাসীন থাকেন।

পাশ্চাত্য ও অপসংস্কৃতির প্রভাব: সঠিক দ্বীনি জ্ঞান না থাকলে মডিয়া ও অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভেসে যাওয়া সহজ হয়। এতে পরকীয়া, বিবাহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক কলহ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়।

সন্তান লালন-পালনে ব্যর্থতা: নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তি—*"আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব"*—ইসলামী প্রেক্ষাপটে আরও বেশি সত্য। ইসলামী শিক্ষাহীন মা সন্তানদের উত্তম আদর্শে (তারবিয়াত) বড় করতে পারেন না, যার ফলে সন্তানরা বিপথগামী হয়।

প্রতিকারসমূহ:

প্রাতিষ্ঠানিক ইসলামী শিক্ষার বিস্তার: নারীদের জন্য সহজলভ্য এবং মানসম্মত দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা করা। আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসার পাশাপাশি সাধারণ স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।

পারিবারিক সচেতনতা ও কর্মশালা: মসজিদ এবং সামাজিক স্তরে পারিবারিক জীবন, দাম্পত্য অধিকার ও সন্তান লালন-পালনের ওপর নিয়মিত আলোচনা বা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা।

কুরআন-সুন্নাহর চর্চা বৃদ্ধি: প্রতিটি পরিবারে দৈনিক অন্তত কিছু সময়ের জন্য কুরআন, হাদিস এবং সাহাবিদের জীবনী পাঠের (তালীম) পরিবেশ তৈরি করা।

মিডিয়ার ইতিবাচক ব্যবহার: ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীদের জন্য উপযোগী সুস্থ ও তথ্যবহুল ইসলামী কন্টেন্ট প্রচার বাড়ানো।

পারিবারিক অবক্ষয় রোধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি:

1. ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা: নারীদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি ইসলামী আকীদা ও আখলাকের (চরিত্র) সুন্দর সমন্বয় থাকবে।

2. পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তন: কেবল নারীকে শিক্ষিত করলেই হবে না, পুরুষদেরও নারীদের প্রতি ইসলামী আচরণ ও অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ একটি সুন্দর পরিবার নারী ও পুরুষের যৌথ প্রয়াসের ফসল।

পরিশেষে বলা যায়, পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে ইসলামী নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এটি কোনো সংকীর্ণ ধারণা নয়, বরং একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পারিবারিক অবক্ষয় প্রতিকারে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বর্তমান যুগে পারিবারিক অবক্ষয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবনতি, প্রজন্মগত দূরত্ব, প্রযুক্তির অপব্যবহার, পারিবারিক সহিংসতা এবং বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি সমাজে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবারকে সুসংহত ও মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মসজিদের ভূমিকা

১. পারিবারিক মূল্যবোধের শিক্ষা

মসজিদে খুতবা, আলোচনা ও ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারে পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা এবং শ্রদ্ধার গুরুত্ব তুলে ধরা যায়। ইসলামে পিতা-মাতা, সন্তান এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব।

২. নৈতিক চরিত্র গঠন

মসজিদ মানুষের মধ্যে সততা, ধৈর্য, আত্মসংযম, ক্ষমাশীলতা ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করে। এসব গুণ পারিবারিক সম্পর্ককে মজবুত করে।

৩. পারিবারিক বিরোধ নিরসন

ইমাম ও ধর্মীয় নেতারা পারিবারিক বিরোধ, দাম্পত্য কলহ এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব সমাধানে পরামর্শ ও মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতে পারেন।

৪. তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করা

মসজিদ তরুণদের নৈতিক অবক্ষয়, মাদকাসক্তি, অসামাজিক কর্মকাণ্ড এবং ক্ষতিকর প্রবণতা থেকে দূরে রাখতে ইতিবাচক দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

১. নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা

বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসায় নৈতিক শিক্ষা, মানবিকতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধের চর্চা শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

২. পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা

শিক্ষার্থীদের পরিবারে দায়িত্ব, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান এবং পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যায়।

৩. কাউন্সেলিং ও মানসিক সহায়তা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মানসিক সমস্যা, পারিবারিক চাপ এবং আচরণগত সমস্যার সমাধানে পরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৪. অভিভাবক-শিক্ষক সহযোগিতা

নিয়মিত অভিভাবক সভা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব, যা শিক্ষার্থীর সঠিক বিকাশে সহায়ক।

মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ভূমিকা

মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করলে পারিবারিক অবক্ষয় প্রতিরোধে আরও কার্যকর ফল পাওয়া যায়। যৌথভাবে নৈতিক শিক্ষা, পারিবারিক সচেতনতা কর্মসূচি, যুব উন্নয়ন কার্যক্রম এবং সামাজিক মূল্যবোধভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পরিবারকে শক্তিশালী করা সম্ভব।

পারিবারিক অবক্ষয় প্রতিরোধে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের দুটি

গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। মসজিদ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিক থেকে মানুষকে পরিচালিত করে, আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্ঞান, সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে। উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সুস্থ, স্থিতিশীল ও মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবার এবং সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

ব্যক্তিগত পর্যালোচনা

আমার বিশ্লেষণে, ইসলামী নারী শিক্ষা" বলতে কেবল কিছু আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন শেখা নয়, বরং এটি হলো জীবনযাপনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা।

বর্তমানে সমাজে একটি বড় ভুল ধারণা রয়েছে যে, আধুনিক শিক্ষা বা ক্যারিয়ারই নারীর একমাত্র পরিচয়। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, বস্তুগত শিক্ষা মানুষকে হয়তো জীবিকা নির্বাহের পথ দেখায়, কিন্তু ভেতরের মানুষটিকে নৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে না।

ইসলাম নারীকে ঘরের রানী এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্রথম শিক্ষক (মুরব্বি) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যখন একজন নারী নিজেই তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং দ্বীনি দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন, তখন পুরো পরিবারের দিশেহারা হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক।

তথ্যসূত্র:

কুরআন

হাদিস

তাফসীর ইবনে কাসীর

বই:

নারীর ফরয ইলম

নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি (ড. মো. আব্দুল কাদ